

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

উলুমুল হাদীস

Subject Code 2 0 2 1 0 3

← Marks Distribution →

<input type="checkbox"/> ইনকোর্স পরীক্ষা ও উপস্থিতি : মান- ২০		
ক. ইনকোর্স পরীক্ষা	১৫	
খ. উপস্থিতি	৫	
<input type="checkbox"/> সমাপনী পরীক্ষা : মান- ৮০		
ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে-	$15 \times 8 = 60$	
খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে-	$5 \times 8 = 20$	
		সর্বমোট = ১০০

← Exclusive Suggestions →

الدرجات - $60 = 4 \times 15$	مجموعة (الف)	سُنْتَابَانَارِ هَارِ
ما المراد بعلوم الحديث؟ اذكر موضوع علوم الحديث وغرضها و أهميتها .	١-	٩٩%
[উলুমুল হাদিস বলতে কী বোায়? এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।]		
عرف الاسناد. وما المراد بالاسناد العالى والنازل؟ اذكر اهمية هذا العلم مع ذكر اقوال العلماء .	٢-	٩٩%
[علم اسناد- علم اسناد الاعداد العالى والنازل؟ اذكر اهمية هذا العلم مع ذكر اقوال العلماء .]		
ما المراد بالطبقة فى علوم الحديث؟ تحدث عن اشهر الكتب المؤلفة فى علم تواري� الرجال وطبقاتهم .	٣-	٩٩%
[ما المراد بالطبقة فى علوم الحديث؟ تحدث عن اشهر الكتب المؤلفة فى علم تواري� الرجال وطبقاتهم .]		
ما المردود؟ اذكر انواع الحديث المردود بأسباب الطعن فى الضبط .	٤-	٩٩%
[ما المردود؟ اذكر انواع الحديث المردود بأسباب الطعن فى الضبط .]		
تحدث عن المستخرجات وشهر المصنفات فيها مفصلا .	٥-	٩٩%
[ماذا تفهم بعلم تخريج الحديث؟ اكتب نشأته وتطوره وطرقه .]		
ماذا تفهم بعلم تخريج الحديث؟ اكتب نشأته وتطوره وطرقه .	٦-	٩٩%
[ماذا تفهم بعلم اطراف الحديث؟ اذكر اهم الكتب المؤلفة فى الاطراف مع ايراد تعريف موجز عن واحد منها .]		
ماذا تفهم بعلم اطراف الحديث؟ اذكر اهم الكتب المؤلفة فى الاطراف مع ايراد تعريف موجز عن واحد منها .	٧-	٩٩%
[ماذا تفهم بعلم اطراف الحديث؟ اذكر اهم الكتب المؤلفة فى الاطراف مع ايراد تعريف موجز عن واحد منها .]		
ناسخ الحديث ومنسوخه ما هما؟ وكيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ بين حكم النسخ وشرائطه .	٨-	٩٩%
[ناسخ الحديث ومنسوخه ما هما؟ وكيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ بين حكم النسخ وشرائطه .]		
عرف زوائد الحديث . ثم اذكر انواعها وفوائدها واهم الكتب فيها .	٩-	٩٩%
[عرف زوائد الحديث . ثم اذكر انواعها وفوائدها واهم الكتب فيها .]		

مجموعة (ب)	الدرجات - $20 = 4 \times 5$	سম্ভাবনার হার
١٠. وضع العبارة الآتية "الاسناد من الدين، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء".		٩٩%
١١. بين انواع الجروح الناشئة عن خلل العدالة.		٩٩%
١٢. ما الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث؟ بين موضحا.		٩٩%
١٣. اكتب اسماء اهم الكتب المؤلفة فى علم اطراف الحديث.		٩٩%
١٤. ما معنى التدليس لغة واصطلاحا؟ اكتب بالمثال.		٩٩%
١٥. اكتب مراتب الجرح والتعديل مع ذكر ألفاظهما.		٩٩%
١٦. عرف علم مشكل الحديث. ثم اكتب اسباب الاشكال.		٩٩%
١٧. تحدث عن وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة.		٩٩%
١٨. اذكر ما تعرف عن الكتاب "عمدة القاري" وصاحبها موجزا.		٩٩%
١٩. ما الفرق بين زوائد الحديث وبين المستدركات والمستخرجات؟ بين.		٩٩%
٢٠. علق على روایة الحديث ودرایة الحديث مختصرًا.		٩٩%

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

উলুমুল হাদীস

← Solution to Exclusive Suggestions →

مجموعه (الف)

الدرجات - ٤ × ١٥ = ٦٠

■ السؤال (١) : مَا الْمُرَادُ بِعُلُومِ الْحَدِيثِ؟ أذْكُرْ مَوْضُوعَ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَغَرَضَهَا وَأَهْمَيَّتَهَا.

■ پ্রশ্ন : ১ || উলুমুল হাদিস বলতে কী বোায়? এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে ইলমুল হাদীস। আর রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, সমর্থন, অনুমোদন, আদর্শ ও গুণাবলির সমষ্টি হচ্ছে হাদীস। রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (স)-এর জীবনাদর্শকে মুসলিম উম্মাহর স্মৃতিতে আবহমানকাল ধরে বদ্ধমূল রাখার জন্য ইলমে হাদীস সংরক্ষণ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে কালজয়ী মুহাদিসীনে কেরাম ইলমে হাদীসের চর্চা অব্যাহত রাখেন। নিম্নে ইলমে হাদীসের পরিচয়, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরা হলো।

● مُرَادُ تَعْرِيفِ عُلُومِ الْحَدِيثِ :

●-عُلُومُ الْحَدِيثِ-এর উদ্দেশ্য/পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক অর্থ-**عُلُومُ الْحَدِيثِ** : এটি দুটি শব্দযোগে গঠিত। এর একটি হচ্ছে **عُلُومُ**; আর অপরটি হচ্ছে **الْحَدِيثُ**; নিম্নে পৃথকভাবে শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থ পেশ করা হলো-

প্রথমত **শব্দটি** বাবে **عِلْمٌ**-**سَمِعٌ**-এর মাসদার। মাদ্দাহ **جِنْسِ عِلْمٍ** -**م**-**ل**-**أَلْأَذْرَاكُ** এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. **تَحْقِيق** তথা নাগাল পাওয়া। ২. **حُصُولُ الشَّيْءِ مِنْ** তথা বোঝা। ৩. **تَعْقِلُ** তথা হৃদয়ঙ্গম করা। ৪. **أَلْيَقِينُ** তথা বিশ্বাস করা। ৫. **أَلْمَعْرِفَةُ** তথা জানা। ৬. **أَلْفَهْمُ** তথা কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা। ৭. **تَحْثِيلُ** তথ্য। ৮. **بَيْدَى**। ৯. **بِيَاجَان**। ১০. **شَكْرٌ**।

দ্বিতীয়ত, **শব্দটি** বাবে **أَحَادِيثُ** অর্থ-**إِسْمٌ** তথা বিশেষ্য। এটা একবচন, বহুবচনে **أَحَادِيثُ** ব্যবহার হয়। মূল অক্ষর জিনসে সহীহ। প্রায়োগিক ভিত্তার কারণে অভিধানে হাদীস শব্দটি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন-

১. **وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا**-**أَلْقَوْلُ**

২. **يَخْدُثُ بَعْدَ ذِلِكَ أَمْرًا**-**أَلْجَدِيدُ**

৩. **تَحْثِيلُ** পুরাতনের বিপরীত (Classic)।

৪. **وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ**-**أَلْوَعْظَ**

৫. **أَلَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ**-**أَلْقَصْ**

৬. **أَلْخَبَرُ** সংবাদ।

৭. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন **الْحُدُوثُ** বা **الْحَدِيثُ** কোনো বিষয়ের অন্তিম লাভ করা।

৮. আধুনিক। ৯. সাম্প্রতিক। ১০. অভিনব।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. আল্লামা বদরুন্দীন আইনী (র) বলেন- **هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَقْوَالُ رَسُولِ اللَّهِ (ص)** **وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ** অর্থাৎ, এটা এমন জ্ঞানকে বলা হয়, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথামালা, কার্যাবলি ও অবস্থাদি জানা যায়।

২. আল্লামা হাফেয সাখাবী (র) বলেন- **قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ حَالًا**-**هُوَ مَعْرِفَةٌ مَا أُصِيبَ إِلَى النَّبِيِّ (ص)**

৩. আল্লামা ইবনুল ওয়াফির ইয়েমেনী (র) বলেন- **هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي تَفَجَّرَتْ مِنْهُ بِحَارُ الْعُلُومِ الْفِقَهِيَّاتِ وَالْحُكَمِ الْشَّرِعِيَّاتِ وَتَبَيَّنَتْ لِجَوَاهِرِهِ**-**أَرْثَাৎ**, এটা এমন শাস্ত্র, যা থেকে ফিকহ ও আহকামে শরীয়াহ কেন্দ্রিক জ্ঞানের সাগর প্রবাহিত হয় এবং কুরআনের তাফসীরের নির্যাস, নাহশাস্ত্রের উপমা এবং উপদেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলি প্রকাশ পায়।

৪. **هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّوَايَةِ وَشُرُوطِهَا وَأَنْواعِهَا**-**الْحَدِيثُ** এবং **الْمُحَدِّثُونَ** অর্থাৎ, এটা এমন শাস্ত্র, যার মধ্যে বর্ণনার প্রকৃত অবস্থা, এর শর্ত, প্রকার, আহকাম এবং বর্ণনাকারীর অবস্থাসমূহ, শর্তাবলি, শ্রেণি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

৫. **عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي وَالْمَرْوِيِّ** অর্থাৎ, এটা এমন শাস্ত্র, যে শাস্ত্র দ্বারা গ্রহণ ও বর্জনের বিবেচনায় বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তাকে **عُلُومُ الْحَدِيثِ** বলে।

٦. أَمَّا عِلْمُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهَا تُطْلُقُ عَلَى الْعِلْمِ الَّتِي نَشَأْتُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ عِلْمُ، وَتَفَرَّعَتْ حَوْلَ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ إِسْتِجَابَةً لِلْأَوَامِرِ الْأَلْهَيَّةِ وَالْتَّوْجِيهَاتِ النَّبَوِيَّةِ فِي هَذَا الْخُصُوصِ۔

অর্থাৎ, অবদুল্লাহ জাহান্সীর বলেন- ড. আবদুল্লাহ জাহান্সীর বলেন- ড. আবদুল্লাহ জাহান্সীর বলেন- ড. আবদুল্লাহ জাহান্সীর বলেন-

৭. شায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (র) বলেন-

هُوَ مَعْرِفَةٌ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) أَوْ إِلَى الصَّحَابَىِّ أَوْ إِلَى مَنْ دُونَهُ مِمَّا يَقْتَدِى النَّبِيُّ (ص) قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ صِفَةً أَوْ تَقْرِيرًا۔

৮. مَوْضُوعُ عِلْمِ الْحَدِيثِ :

৯. عِلْمُ الْحَدِيثِ -এর আলোচ্য বিষয় : এর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে হাদীসবেতাদের অভিমত নিম্নরূপ-

১. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ অর্থাৎ, এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, নবী করীম (স)-এর জীবনসত্তা; এ হিসেবে যে, তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল।

২. شায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (র) বলেন- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ -এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথামালা ও কার্যাবলি।

৩. مَوْضُوعُهُ دَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ لَا مِنْ حَيْثُ الْبَشَرِ -কতিপয় হাদীস বিশারদ বলেন-

৪. غَرَضُ عِلْمِ الْحَدِيثِ :

৫. آهَمِيَّةُ عِلْمِ الْحَدِيثِ -এর গুরুত্ব : ইসলামী জীবন গঠনে হাদীসশাস্ত্রের গুরুত্ব অনন্বিকার্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার জন্য হাদীস হচ্ছে দ্বিতীয় সহায়ক। এজন্য মুসলিম উম্মাহর গবেষকগণ হাদীসকে ইসলামী শরীয়াহ এর দ্বিতীয় উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীসের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো।

১. হাদীস কুরআনের পরিপূরক : ব্যক্তি ও ইসলামী সমাজব্যবস্থার বিধানাবলি এককভাবে কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়নি। কিন্তু রাসূল (স)-এর হাদীসে বিস্তারিত সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই হাদীস কুরআনের পরিপূরক ও সম্পূরক। ইসলামী জীবন গঠন করতে হলে কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেরও অনুসরণ করতে হবে। কাজেই কুরআন মাজীদের পর হাদীসই মুসলমানদের জানার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার একান্ত অপরিহার্য বিষয়।

২. হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা : কুরআন মাজীদে দ্বীনের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (স) হাদীসের মাধ্যমে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন।

৩. হাদীস রাসূলুল্লাহ (স)-এর কার্যাবলির ইতিহাস : রিসালাতের দায়িত্ব পালনের দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসূলুল্লাহ (স) যা বলেছেন, করেছেন ও সমর্থন দিয়েছেন সবকিছু হাদীসে পাওয়া যায়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন জানা ও অনুসরণ করা উম্মতের ওপর ওয়াজিব, সেহেতু তাকে হাদীসের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হাদীস ব্যতীত তাঁর জীবনী জানার জন্য কোনো পন্থা নেই।

৪. হাদীস সাহাবী ও তাবেয়ীগণের জীবনচিত্র : সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাজ, কর্মনীতি বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদার পথ আমাদের জন্য বিরাট কর্মপ্রেরণার উৎস। ইসলামে তাঁদের অবদান, কুরবানি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে হাদীসের দিকে যেতে হবে।

৫. হাদীস মানবতার মুক্তিসনদ : ইসলামী মানবতার মূল শিকড় প্রোত্তিত আছে হাদীসের অনুসরণের মাঝে। কেননা কুরআনের ব্যাখ্যাকার হিসেবে হাদীসের অনুসরণই কেবল মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি বয়ে আনতে পারে।

৬. হাদীস সমাজ বিনির্মাণের রূপরেখা : সুশীল সমাজের সর্বোচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মহানবী মুহাম্মদ (স)। অতএব তাঁর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষাত্মক করে সামাজিক অবক্ষয়ের ওপর শান্তির শ্঵েতপতাকা উড়ুন করা সম্ভব।

৭. শিক্ষাক্ষেত্রে হাদীসের প্রভাব : হাদীস শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা মানবজীবনের জন্য যে দ্বিনি জ্ঞান অত্যাবশ্যক, তার বিস্তারিত বর্ণনা হাদীসের মধ্যেই বিরাজমান। এজন্য রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে সবসময় ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। হাদীস হচ্ছে নবীর পাঠদানের একটি বিশেষ মাধ্যম।

৮. ইসলামী ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস : হাদীস ইসলামী ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস। হাদীস বর্ণনাকারী অগণিত ব্যক্তি জীবন, কর্মতৎপরতা ও চরিত্র উদ্ঘাটন করতে গিয়ে নব নব তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের বিপুলায়তন ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

৯. হাদীস মানবর্মাদা প্রতিষ্ঠার দিশারি : রাসূলুল্লাহ (স) মানবজাতিকে অবহেলিত, ঘৃণিত ও অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে যথাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। ফলে মানুষ তার নিজের মর্যাদা উপলক্ষ্য করতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ শিক্ষার ফলে সমকালীন যুগে আরবজাতি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় উন্নীত হতে পেরেছিল। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَحَّلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔

১০. অনুসরণীয় আদর্শ : নবী করীম (স)-এর বাস্তব আদর্শ হাদীসেই বিশদভাবে উল্লেখ রয়েছে। শরীয়তের নিরিখে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশ, নিমেধ, তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা গোটা জীবনই মুসলিম উম্মাহর জন্য একান্ত অনুসরণীয় এক মহান আদর্শ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-
- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ - ۲. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ -

১১. ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বারোপ : ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ওপরও হাদীস বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। মানবজীবনের জন্য যে দ্বিনি জ্ঞান অত্যাবশ্যক, হাদীসের মাধ্যমে তৎপ্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন রাসূল (স) বলেন-

- طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيقَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ - ۲. أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْآخِدِ -

এ মর্মে আল্লাহ তায়ালার বাণী-
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

১২. হাদীস অঙ্ককারে আলো : হাদীস মানবসম্প্রদায়কে যাবতীয় অঙ্ককার থেকে উদ্ধার করে শান্তি ও মুক্তির মোহনায় নিয়ে যেতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম। তাই
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন-
عُلُومُ الْحَدِيثِ هِيَ مَصَابِيحُ الدُّجُجِ وَمَعَالِمُ الْهُدِيِّ بِمَنْزِلَةِ بَدْرِ الْمُنْيِرِ -

১৩. হাদীসের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনের ব্যাখ্যা : মানবজীবনের জন্য হাদীস কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে
দিয়েছেন। যেমন-
مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

১৪. হাদীস ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস : হাদীস ইসলামী ফিকহের দ্বিতীয় উৎস। ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের পরেই
হাদীসের স্থান। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য আহকাম উত্তোলন করেছেন।

১৫. জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুপম উৎস : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, ‘ইলমে হাদীস সকল প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনায় অধিক
উন্নত, উন্নত এবং দ্বীন ইসলামের সকল বিষয়ের ভিত্তি।’

১৬. আরবি সাহিত্যের বিকাশ : হাদীস প্রধানত জীবনী সাহিত্যের জন্মান করে। হাদীসের সত্যতা যাচাই করার জন্য অসংখ্য রাবীর জীবন
ইতিহাস সংরক্ষিত হওয়ায় আরবি সাহিত্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে এবং আরবি সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক অভিবন্নীয় গতিবেগ
সৃষ্টি করেছে।

উপসংহার : হাদীস হচ্ছে মহাঘন্ট আল কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা তথা কুরআনের মূল্যবান বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ। কুরআন মাজীদকে
সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইলমে হাদীসের বিকল্প নেই। সুতরাং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইলমে হাদীসের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

■ **الْسَّؤْالُ (২) :** عَرَفَ الْإِسْنَادَ - وَمَا الْمُرَادُ بِالْإِسْنَادِ الْعَالَىِ وَالنَّاَزِلِ؟ أَذْكُرْ أَهْمَىَ هَذَا الْعِلْمِ مَعَ ذِكْرِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ -

■ **প্রশ্ন :** ২ ||-এর পরিচয় দাও। উলামাদের বক্তব্য উল্লেখপূর্বক ইস্নাদ এসনাদ গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : রাসূলের মুখনিঃসৃত বাণীগুলো আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে যে সকল মহামনীমী
মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁদেরকেই রংজাল বলা হয়। আর তাঁরা আমাদের সাথে হাদীসের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে কাজ করেছেন, তা
হলো ইস্নাদ; হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ দু'য়ের গুরুত্ব অত্যধিক।

৫. تَعْرِيفُ الْإِسْنَادِ :

ইস্নাদ-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **শব্দটি স্নেদ স্নেদ শব্দটি** মূলধাতু থেকে নির্গত একবচন। বহুবচনে **إِسْنَاد**-এর মাসদার। এর অর্থ-
رَفْعُ الْحَدِيثِ : ১. তথা সংযুক্ত করা। ২. তথা মিলানো। ৩. তথা সম্পৃক্ত করা। ৪. তথা নির্ভর করা। ৫. তথা বক্তার প্রতি হাদীসকে সম্বন্ধ করা। ৬. তথা সম্পৃক্ত হওয়া। ৭. বর্ণনাসূত্র। ৮. প্রমাণপত্র। ৯. সূত্র।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : উস্লে হাদীস বিশারদগণের মতে ইসনাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো-

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- অর্থাৎ, হাদীসের মতন তথা মূলভাষ্য পর্যন্ত পৌছার
ধারাবাহিকতা বর্ণনা করাকে ইসনাদ (সনদ) বলে। এক কথায় বলতে গেলে হাদীসের মূলভাষ্য পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল
বর্ণনাকারী থাকেন তাদের ধারাবাহিকতাকেই সনদ বলে।

২. মাবাহিস ফী উলুমিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- **فَيَكُونُ هَذَا مُرَادِي** অর্থাৎ, ইসনাদ হলো মতন পর্যন্ত পৌছার রাবীদের ধারাবাহিকতা। এ অর্থে ইসনাদ সনদের সমার্থক।

৩. আল্লামা সাখাবী বলেন- অর্থাৎ, ইসনাদ ও সনদ হলো মতন পর্যন্ত পৌছার ধারাবাহিকতা।

৪. আল মুজামুল ওয়াসিত গ্রন্থকার বলেন- **أَلْإِسْنَادُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ ضَمُّ كَلِمَةٍ إِلَى أَخْرَى عَلَى وَجْهِ يُفِيدُ مَعْنَى تَامًا وَعِنْدَ** অর্থাৎ, ইসনাদ হলো, যথার্থ অর্থ প্রকাশের লক্ষ্যে শব্দের পারস্পরিক মিলন। অন্যদিকে
মুহাদ্দিসগণের মতে ইসনাদ হলো, হাদীসকে রাবীদের সাথে সম্পৃক্ত করা।

৫. মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সনদ বা ইসনাদ ঐসব লোকদের ধারাক্রমকে বলা হয় যাদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সনদ ও
ইসনাদ দুটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৬. হাদীস এর রাবীর পরস্পর বর্ণনাসূত্রকে ইসনাদ (**إِسْنَاد**) বলে। ইলমে হাদীসের পরিভাষায় একে সনদ (-সন্দ) ও বলা হয়।

● مُرَادٌ تَعْرِيفُ الْإِسْنَادِ الْعَالِيِّ وَالنَّازِلِ :

●-الْإِسْنَادِ الْعَالِيِّ وَالنَّازِلِ-এর উদ্দেশ্য/পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : আর অপরটি হচ্ছে আল্ইসনাদ আলু অভিধানে দুটি শব্দযোগে গঠিত একটি মুরাকাব। এর একটি হচ্ছে আল্ইসনাদ আলু আর অপরটি হচ্ছে সেন্ড ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভৃত; বাবে এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে- নির্ভর করা, ভরসা করা, বিশ্বাস করা ইত্যাদি। আর অর্থ হচ্ছে- নির্ভর করা, ভরসা করা, বিশ্বাস করা ইত্যাদি। আর অর্থ হচ্ছে- উর্ধ্বতন, সুউচ্চ, উর্ধ্বতন ইত্যাদি। এটি ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভৃত আর আলু একবচনের শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে- উর্ধ্বতন, সুউচ্চ, উর্ধ্বতন ইত্যাদি।

আর অর্থ- অধ্যন, নিম্নগামী, অবতরণকারী ইত্যাদি।

পরিভাষিক সংজ্ঞা :

১. **هُوَ الَّذِي قَلَ عَدْ رِجَالِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَدٍ أَخْرَى يَرِدُ بِهِ ذَلِكَ إِسْنَادٌ عَالِيٌّ :** উসূলে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয়- সেন্ড অর্থাৎ একটি শব্দটি অধিকসংখ্যক বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, সে সনদের তুলনায় কমসংখ্যক বর্ণনাকারীগণের সনদকে বলা হয়।

এক কথায়, কমসংখ্যক বর্ণনাকারীগণের সনদকে বলা হয়।

২. **هُوَ الَّذِي كَثُرَ عَدْ رِجَالِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَدٍ أَخْرَى يَرِدُ بِهِ ذَلِكَ إِسْنَادٌ النَّازِلُ :** উসূলে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয়- সেন্ড নাশে একটি শব্দটি অধিকসংখ্যক বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, সে সনদের তুলনায় বেশিসংখ্যক বর্ণনাকারীগণের সনদকে বলা হয়।

এক কথায়, তুলনামূলক বেশিসংখ্যক বর্ণনাকারীগণের সনদকে বলা হয়।

● أَهْمَيَّةُ عِلْمِ الْإِسْنَادِ :

عِلْمُ الْإِسْنَادِ-এর গুরুত্ব : ইলমে হাদীসে জানা তথা বর্ণনাকারীগণের পরিচয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে লক্ষ্য করে শায়খ আবু যাত্ত (র) বলেন-

هَذَا الْفَنُ هُوَ عِمَادُ عُلُومِ السُّنْنَةِ إِذْ بِهِ يُتَمَيِّزُ الصَّحِيحُ مِنَ السَّقِيمِ وَالْمَقْبُولُ مِنَ الْمَرْدُودِ.

অর্থাৎ হলো হাদীসশাস্ত্রের খুঁটিসদৃশ। কারণ তথা হাদীস বর্ণনাকারীগণের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারলেই দুর্বল হাদীস থেকে সবল হাদীসকে এবং পরিত্যক্ত হাদীস থেকে গ্রহণযোগ্য হাদীসকে আলাদা করা যায়।

إِسْنَادٌ مِنَ الدِّينِ لَوْلَا إِسْنَادٌ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ -إِسْنَادِ-এর গুরুত্ব সম্পর্কে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন-

অর্থাৎ সেন্ড নাশে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। যদি সেন্ড না থাকত, তাহলে যে যা ইচ্ছা তা-ই বলতে থাকত।

এজন্যই দেখা যায়, মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসের সনদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দেশ হতে দেশান্তর পর্যন্ত গমন করেছেন এবং এ সফরকে ইসলামে মুস্তাহাব হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিতাবে পাওয়া যায়, ইমাম বুখারী (র) হাদীসের সনদ তথা বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে গমন করেছেন। কোথাও কারো ব্যাপারে কোনো ক্রটি পাওয়া গেলে তিনি তাঁর হাদীস গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। সুতরাং বলা যায়, সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা হাদীস চর্চাকারীর জন্য অত্যাবশ্যক।

উপসংহার : হাদীসের দৃঢ়তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যত মজবুত হবে, হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি তত মজবুত হবে। আর দুটি প্রকারের মধ্যে হাদীসবিশারদগণের দৃষ্টিতে সেন্ড ন্যূন ন্যূন এবং সেন্ড ন্যূন ন্যূন এবং তুলনায় কারণে এটি অগাধিকার লাভ করবে।

■ **الْسُّؤَالُ (۳) :** مَا الْمُرَادُ بِالْطَّبَقَةِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ؟ تَحَدَّثُ عَنْ أَشْهَرِ الْكُتُبِ الْمُؤْلَفَةِ فِي عِلْمِ تَوَارِيَخِ الرِّجَالِ وَطَبَقَاتِهِمْ -

■ **প্রশ্ন :** ৩ ||

উত্তর || **উপস্থাপনা :** নবী করীম (স)-এর অমিয় বাণী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে রাবীগণকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়। বয়সের পূর্বাপরের ভিত্তিতে রাবীগণের মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। নিচে উল্মুল হাদীসশাস্ত্রের স্তর ও এ বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

● مُرَادٌ تَعْرِيفُ الطَّبَقَةِ :

●-الْطَّبَقَةِ-এর উদ্দেশ্য/পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : শব্দটি একবচন। বহুবচনে অর্থ- ১. **طَبَقَةُ الْحَالِ وَالْمَنْزِلَةِ :** তথা সম্মান বা স্তর। এর অর্থ- ২. **طَبَقَاتُ الْعُلَمَاءِ وَطَبَقَاتُ التُّجَارِ :** মর্যাদা ও অবস্থান। ৩. **طَبَقَاتُ النَّاسِ :** তথা মানুষের স্তর। ৪. **طَبَقَاتُ الْجِيلِ :** এক প্রজন্মের পর আগত অন্য প্রজন্ম। ৫. **مَرَاتِبُ النَّاسِ :** মান। ৬. **مَرَادٌ تَعْرِيفُ الطَّبَقَةِ :** শ্রেণি। ৭. **مَرَادٌ تَعْرِيفُ الطَّبَقَةِ :** Generation, Class.

হী عِبَارَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ إِشْتَرِكُوا فِي السَّنَنِ وَلَوْ تَقْرِيبًا وَلَقِيَ الْمَشَائِخَ بَانْ - ১. **مَرَادٌ تَعْرِيفُ الطَّبَقَةِ :** প্রণেতা বলেন- প্রফেসর আল-মানিঃ ১. **مَرَادٌ تَعْرِيفُ الطَّبَقَةِ :** অর্থাৎ এমন এক দল লোককে বোঝায় যারা কাছাকাছি বয়সের এবং একই শায়খের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছে। কখনো কখনো তারা শুধু শায়খের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে।

২. **مَرَادٌ تَعْرِيفُ الطَّبَقَةِ :** একই অর্থাৎ, একই অবস্থান ও স্তরে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীকে বলা হয়।

৩. **مَرَادٌ تَعْرِيفُ الطَّبَقَةِ :** একই সময়ে সমর্যাদার অধিকারী কিংবা কাছাকাছি বয়সের কিংবা একই শায়খের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণকারীগণকে বলা হয়।

❸ أَشْهُرُ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي عِلْمِ تَوَارِيَخِ الرِّجَالِ وَطَبَقَاتِهِمْ :

বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি : হাদীস গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে রাবীগণের সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থাকা আবশ্যিক। মুহাদ্দিসগণের নিকট রাবীদের ইতিহাস ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ইলমে হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লামা ইবনুস সালাহ (র) “মুকাদ্দিমায়ে ইবনুস সালাহ” গ্রন্থে এটিকে হাদীসশাস্ত্রের ষাটতম প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে উলুমুল হাদীসের রচয়িতাগণ তার অনুসরণে এ শাস্ত্রকে ইলমুল হাদীসের অন্যতম শাখা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

أَلْتَارِيْخُ الْرِّجَالِ وَطَبَقَاتِهِمْ : তথা রাবীদের ইতিহাস ও অবস্থা সম্পর্কে সর্বপ্রথম লিখিত গ্রন্থ হলো ইমাম লাইস ইবনে সাদের ও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কৃত কিবর গ্রন্থ; কিবর গ্রন্থ এ ধারাবাহিকতায় ইলমুর রিজালশাস্ত্রে গ্রন্থ রচনার কাজ চলতে থাকে। কোনো কোনো গ্রন্থে বিশেষ শহর, নগর ও গোষ্ঠী ইত্যাদিকে আলাদা না করে সর্বজনীনভাবে রচনা করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থে বিশেষ নগর, বন্দর ও গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করে রচনা করা হয়েছে।

ক. রাবীদের জীবনী বিষয়ক সাধারণ গ্রন্থাবলি : রাবীদের জীবনী ও ইতিহাস বিষয়ে নানাভাবে গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। নিচে সর্বজনীন ও এলাকাভিত্তিক রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. -আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র)।
২. -আবু বকর আহমদ ইবনে আবু খায়সামা নাসায়ী (র)।
৩. -আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিয়ী (র)।
৪. -আবু যুরআ আবদুর রহমান ইবনে আমর দিমাশকী (র)।
৫. -মুহাম্মদ ইবনে ইয়ায়িদ ইবনে মাজাহ (র)।
৬. -আবুল আরব মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আফ্রিকী (র)।
৭. -লাইস ইবনে সাদ (র)।
৮. -ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)।
৯. -কিবর গ্রন্থ ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম (র)।
১০. -আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মায়িন (র)।

খ. রাবীদের ইতিহাস সংবলিত গ্রন্থাবলি : মুহাদ্দিসগণ রাবীদের দেশ, নগর, বন্দর ও সফরকেন্দ্রিক বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। মুহাদ্দিসগণ এটিকে উলুমে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম আবু উমর ইবনুস সালাহ বলেন, পঁয়ষট্টিতম প্রকার ইলম হচ্ছে— রাবীদের দেশ ও নগর পরিচিতি। রাবীদের মাঝে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ হলো—

১. -তারিখ ক্রোইন।
২. -আবু ইসহাক আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হিরাওয়ী আল হারাবী (র)।
৩. -তারিখ উল্মাই বালখ।
৪. -আবু যাকারিয়া ইয়ায়িদ ইবনে মুহাম্মদ আয়দী (র)।
৫. -আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আয়রাকী (র)।
৬. -আহমদ ইবনে আলী (র)।
৭. -মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ফারায়ী (র)।
৮. -আবুল হাসান আহমদ মারওয়ায়ী (র)।
৯. -তারিখ বাস্তুরা।
১০. -আবু সায়ীদ আবদুর রহমান ইবনে আহমদ মিসরী (র)।
১১. -আবু নুয়াইম ইসফাহানী (র)।
১২. -আবু বকর আহমদ ইবনে খতিব বাগদাদী (র)।
১৩. -আবু সায়ীদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ (র)।
১৪. -আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে আসাকের (র)।
১৫. -আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হাফেজ (র)।

গ. রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু সংবলিত গ্রন্থাবলি :

১. -আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ বাগাডী (র)।
২. -আবু বকর আহমদ ইবনে আলী খতিব বাগদাদী (র)।
৩. -আবুল আকাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খাল্লিকান (র)।
৪. -তারিখ মুর্লি উল্মাই ও ফিয়াতেহম।
৫. -আবুল হাসান ইবনুল ফুরাত (র)।

ঘ. বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি : **طَبَقَاتُ الرِّجَالِ** তথা হাদীস বর্ণনাকারীগণের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ বর্তমান দুনিয়ায় বিদ্যমান আছে। বিদ্যমান সাহাবী, ওলামায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী এবং তৎপরবর্তী সকল বর্ণনাকারীর মূল্যায়ন, অবস্থান, কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কিত মহামূল্যবান অনেক গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় রচিত হয়েছে। নিম্নে তন্মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ গ্রন্থকারের নামসহ উল্লেখ করা হলো-

- ١- "كتاب الطبقات" لِمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ.
- ٢- "كتاب الطبقات الكبيرى" لِمُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ.
- ٣- "كتاب طبقات الرواية" لِخَلِيلِيَّةِ بْنِ حَيَّاتِ.
- ٤- "كتاب طبقات الحجاج القشيريِّ.
- ٥- "كتاب طبقات لأبي بكرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ.
- ٦- "كتاب طبقات المحدثين" لِأَبِي القاسِمِ مَسْلَمَةَ بْنِ القَاسِمِ الْأَنْدُلُسِيِّ.
- ٧- "كتاب طبقات المحدثين بِاصْبِهَانَ وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهَا" لِأَبِي الشَّيْخِ بْنِ حَيَّانِ الْأَنْصَارِيِّ.
- ٨- "كتاب طبقات المحدثين" لِأَبِي القاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنْدَهِ.
- ٩- "كتاب طبقات القراء" لِأَبِي عَمْرُو الدَّانِيِّ.
- ١٠- "كتاب طبقات الشافعية الكبيرى" لِعَبْدِ الْوَهَابِ السُّبْكِيِّ.

উপরোক্ষিত মূল্যবান গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই আমাদের নাগালের বাইরে। তবে এগুলোর মধ্যে তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, মুজতাহিদ ও ঐতিহাসিক ইবনে সাদের লিখিত কিংবা বিভিন্ন মর্যাদার অধিকারী।

উপসংহার : হাদীস গ্রহণযোগ্যতার স্বার্থে রাবীগণের স্তর ও জীবনী জানা অপরিহার্য। রাবীদের জীবনী সংবলিত গ্রন্থ ইলমে হাদীসশাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ। হাদীস বিষয়ে পাঞ্চিত্য অর্জন করতে ইলমুর রিজাল ও তারিখুর রিজালের পারদর্শিতার কোনো বিকল্প নেই।

■ **السؤال (٤) : مَا الْمَرْدُودُ؟ أَذْكُرْ أَنْوَاعَ الْحَدِيثِ الْمَرْدُودِ بِأَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الْخَبْطِ.**

■ **প্রশ্ন : ৪ ||** বিনষ্ট হওয়ার কারণে মর্দুদ কী? মর্দুদ প্রকারগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মারদুদ বলা হয়। ভাস্ত ও পথভ্রষ্ট মতাদর্শের লোকেরা নিজ নিজ দল ও মতের পক্ষে হাদীস জাল করে বর্ণনা করে। এসব জাল হাদীস ইসলামী শরীয়তে গৃহীত হবে না। জাল হাদীস বর্ণনা ও প্রচার করা নিষিদ্ধ। অন্যদিকে মহানবী (স)-এর বাণিসম্ভার বিভিন্ন রাবী বা বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। রাবীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় হাদীসের বিভিন্ন প্রকার হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রশ্নোক্তিত মর্দুদ তন্মধ্যে একটি। নিম্নে প্রশ্নালোকে মর্দুদ হাদীস সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

⇒ **تَعْرِيفُ الْمَرْدُودِ :**

আভিধানিক অর্থ : মর্দুদ শব্দটি বাবে মাসদার থেকে এস্ম মَفْعُولٌ এর সীগাহ। অর্থ-

১. **غَيْرُ مَقْبُولٍ**. এর পরিচয় : তথা বর্জিত। গ. قَوْلُ مَرْفُوضُ. খ. تَعْرِيفٌ গৃহীত হলেন, এর অর্থ হলো- ক. তথা অবাঞ্ছিত বক্তব্য। খ. অগ্রহণযোগ্য। ঘ. অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা।

২. **كَلَامٌ مَرْدُودٌ**. এর পরিচয় : তথা বর্জিত ও অগ্রহণযোগ্য। খ. অবাঞ্ছিত প্রণেতা বলেন- ক. তথা বর্জিত ও অগ্রহণযোগ্য। খ. অবাঞ্ছিত বক্তব্য। গ. অচল পণ্য।

৩. **পরিত্যক্ত**। ৪. **অগ্রহণযোগ্য**। ৫. **প্রত্যাখ্যাত**। ৬. **পরিত্যাজ্য**। ৭. **খণ্ডনকৃত**। ৮. **প্রত্যাবর্তিত**। ৯. **রদ্কৃত**। ১০. **Rejected.**

পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা-

১. **অর্থাৎ**, বিশুল্প রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মর্দুদ বলে।

২. **الْحَدِيثُ الْمَرْدُودُ الضَّعِيفُ** ইত্ব গ্রন্থে রয়েছে- অর্থাৎ, হাদীসে মারদুদ হলো দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস, যার পক্ষে অন্যকোনো হাদীস নেই অথবা যে হাদীসে সহীহ হাদীসের শর্তাবলি পাওয়া যায় না অথবা হাদীস যার সাহায্যকারী কোনো হাদীস নেই।

৩. **অর্থাৎ**, মারদুদ হাদীস হলো বিশুল্প রাবীর বর্ণিত দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস।

৪. **অর্থাৎ**: হো মা ফَقْدَ شَرْطًا আৰু আক্তৰ মৰ্দুদ শুরুতে ক্ষেত্ৰে পৰিপৰা কৰিব। এর পরিচয় : হাদীস গ্রহণযোগ্যতার এক বা একাধিক শর্ত না থাকা তথা হাদীস গ্রহণযোগ্যতার সকল শর্ত বিদ্যমান না থাকা। মারদুদের সকল প্রকারই দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

٥. مُعْتَدِلٌ مُحَمَّدٌ بْنُ عَوْنَانَ (ر) বলেন- وَهُوَ الظَّعِيفُ صِدْقٌ الْمُخْبَرِ بِهِ أَلْمَ يُرْجِحُ بَعْضُ الْأَحَادِيرِ مَرْدُودٌ وَهُوَ الظَّعِيفُ - অর্থাৎ, কিছু আহাদ হাদীস মারদুদ এর অন্তর্ভুক্ত, আর মারদুদ হচ্ছে যাতে রাবীর সত্যতা প্রাধান্য পায় না। আর এটি দুর্বল হাদীস। অর্থাৎ, মর্দুদ হাদীস খবরে ওয়াহেদের কতিপয় হাদীস। এটা এই হাদীসকে বলে, যার সংবাদদাতার সত্যবাদিতা যুক্তি প্রমাণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নয়, তথা স্বীকৃত নয়।
 ٦. شَافِعٌ أَبْدُوْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ دِهْلِيٍّ (ر) বলেন- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُوَايَةً ثَقَاتٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ لِمَا رَوَى مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثَّقَاتُ - অর্থাৎ, মারদুদ হাদীস হলো বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীত বর্ণিত হাদীস। যাতে কোনো বিশ্বস্ত রাবী বিদ্যমান নেই।
 ٧. هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقٌ الْمُخْبَرِ بِهِ مِنْ أَطْيَبِ الْمِنَاحِ فِي عِلْمِ الْمُصْطَلِحِ - অর্থাৎ, মারদুদ হাদীস হলো যে হাদীসে রাবীর সত্যতা প্রাধান্য পায় না।
 ٨. كَتِيبَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَوْنَانَ (ر) বলেন, যদি কোনো বিদ্যাতি ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করে থাকে, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে حَدِيثٌ مَرْدُودٌ বলে।
 ٩. بِشَارٍ بِشَنَّهَنَّ (ر) বলেন, যদি কোনো বিদ্যাতি ব্যক্তি হাদীস শরীয়তে দলীল হিসেবে গৃহীত হয় না, তা মর্দুদ হাদীস।

⇒ أنواع الحديث المزدوج :

مُعَلّق -এর পরিচয় :

পরিভাষিক সংজ্ঞা : الْمَعْلُقَ-এর প্রামাণ্য পরিভাষিক সংজ্ঞা—

فَالْأَمَامُ الْبُخَارِيُّ قَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ (ص) رُكْبَتَه حِينَ دَخَلَ عُثْمَانَ - يَهُونَ

ଭକ୍ତମ : مَعْلِقٌ حَدِيثٌ سَادَرَنَتْ پَرِیَتْكُو | تَبَرِّئُ الْبُخَارِيُّ كିଛି ଶର୍ତସାପକ୍ଷେ ଗ୍ରହଣ କରା ହେଯେଛେ

مُعْضَل-এর পরিচয় :

- فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ - نিষেধ করা। যেমন কুরআনুল কারীমে এসেছে-
 - إِعْضَالُ الْمَرْأَةِ عَنِ الرِّزْقِ حَبْسُهَا - আটকিয়ে রাখা। যেমন বলা হয়-
 - إِعْضَالُ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا - কষ্ট হওয়া। যেমন আরবগণ বলে থাকে-
 - نَّهِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مُعْضَلًا إِذْ مُؤْتَقَ الْخَلْقِ - বিশ্঵স্ত হওয়া। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-
 - বিভান্তিকর। ৬. বহসময়। ৭. দ্বাৰোগ।

পরিভাষিক সংজ্ঞা : **مُعْتَدِل**-এর প্রায়গ্রে পরিভাষিক সংজ্ঞা-

۱. إِنْ كَانَ السُّقْوَطُ بِإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِيْ فَهُوَ الْمُعْضَلُ -
ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- فَهُوَ الْمُعْضَلُ -
ধারাবাহিকভাবে দুজন রাবী বাদ পড়ে, তাহলে তাকে মুংগুল বলে।
 ۲. مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادٍ إِثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِيْ -
জমির মুহাদ্দিসীন বলেন- مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادٍ إِثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِيْ -
রাবী বাদ পড়ে, সে হাদীসকে হাদীসে হাদীসে মুংগুল বলে।
 ۳. مَا كَانَ فِيهِ الرَّاوِيَانِ سَاقِطَيْنِ مَعًا فَهُوَ مُعْضَلُ -
মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- مَا كَانَ فِيهِ الرَّاوِيَانِ سَاقِطَيْنِ مَعًا فَهُوَ مُعْضَلُ -
বাদ পড়ে, তাহলে তাকে একসাথে দুজন রাবী মুংগুল বলে।
যেমন-

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ (رَح.) بِلَفْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض.) قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ الْخَ.

قال الإمام مالك (رحمه الله) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الخيل مخلص

৪. আল মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধানপ্রণেতা বলেন- সনদের মধ্য থেকে পরপর দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে, এমন হাদীসকে **مُضْلِّ** বলা হয়।

ଭ୍ରମ : ୧. مُعْضَلْ ହାଦୀସ ଦୁର୍ବଳ ହାଦୀସେର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ । ୨. ଏ ହାଦୀସ ମୁରସାଲେର ଚେଯେ ନିମ୍ନଭିତରେ

مُنْقَطِعٍ-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : مُنْقَطِعٌ-এর শব্দটি বাবে থেকে **إِسْمٌ فَاعِلٌ**-এর সীগাহ। মাদ্দাহ জিনসে **صَحِّيْح** এর আভিধানিক অর্থ- ১. কর্তৃত, ২. বিচ্ছিন্ন, ৩. পৃথক। ৪. উৎসর্গীকৃত, ৫. নির্বেদিত, ৬. নিবিষ্ট।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : مُنْقَطِعٍ-এর প্রামাণ্য পারিভাষিক সংজ্ঞা-

১. জমছর মুহাদ্দিসীন বলেন-**إِنْفِعَالٌ** অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়, তাকে হাদীসে **مُنْقَطِعٌ** বলা হয়।
২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন-**إِسْنَادٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ إِنْقِطَاعِيًّا** অর্থাৎ, বিচ্ছিন্নভাবে সনদ থেকে রাবী বাদ পড়াকে **مُنْقَطِعٌ**।
৩. ইবনে আবদিল বার বলেন-**أَوْ إِلَى غَيْرِهِ** (ص)-**كُلُّ مَا لَا يَتَّصِلُ سَوَاءً كَانَ يُعْزِي إِلَى النَّبِيِّ** (ص) অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়, চাই তার সনদ নবী করীম (স) পর্যন্ত উল্লিখিত হোক বা অন্য কারো পর্যন্ত উল্লিখিত হোক একপ হাদীসে **مُنْقَطِعٌ**।
৪. ড. মুহাম্মদ ইজায বলেন-**رَأِيٌّ وَاحِدٌ فِي مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرٌ أَوْ ذَكَرٌ فِيهِ رَأِيٌّ مُنْبَهٌ**- অর্থাৎ, হাদীসের সনদের যে কোনো স্থান থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়ুক বা অপরিচিত রাবীর নাম উল্লেখ করা হোক, তবে তাকে হাদীসে **مُنْقَطِعٌ**। যেমন-
مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ التَّوْرِيْقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ يَثِيْعَ عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا : إِنْ وَلَيْتَمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوْيٌ أَمِينٌ।
এ হাদীসের সনদে “শারিক” নামক রাবী সাওরি এবং আবু ইসহাকের মধ্য হতে বাদ পড়েছেন। কেননা সাওরি আবু ইসহাক হতে সরাসরি হাদীস শুনেননি; বরং তিনি শারিক হতে শুনেছেন এবং শারিক আবু ইসহাক হতে শুনেছেন।

হুকুম : ضَعِيفٌ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ হাদীসের হুকুমও প্রামাণ্য হাদীসের মতোই হবে।

مُرْسَلٌ-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : ر - س - ل **مُرْسَلٌ**-এর সীগাহ। মাসদার **مُرْسَلٌ** এর সীগাহ। মাসদার **مُرْسَلٌ** জিনসে অর্থ হলো- ১. **أَلْبَعْثُ** তথা স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া। ২. **أَلْتَرْكُ** তথা উপস্থাপন করা। ৩. **أَلْلَقَاءُ** তথা আধিপত্য দেওয়া। ৪. **أَلْمَتَرْأَةُ** তথা পরিত্যাগ করা। ৫. **بَعْثَةُ** করা। ৬. **بَلْغَةُ** বুলিয়ে রাখা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : مُرْسَلٌ-এর প্রামাণ্য পারিভাষিক সংজ্ঞা-

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন-**مَا أَخْبَرَ فِيهِ التَّابِعُونَ عَنِ النَّبِيِّ** (ص) অর্থাৎ, কোনো তাবেয়ী যদি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করে, তবে তাকে **مُরْسَل**।
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর বলেন-**مِنْ بَعْدِ التَّابِعِيِّ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ** অর্থাৎ, হাদীসের সনদে তাবেয়ীর পর কোনো রাবীর নাম বাদ পড়াকে **حَدِيثُ مُرْسَل**।
৩. আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন-**وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ فِي أَخِيرِ السَّنَدِ فَلَمْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِيِّ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ**- অর্থাৎ, সনদ থেকে তাবেয়ীর পর রাবী বাদ পড়াকে হাদীসে **مُরْسَل**।
৪. ড. আদিব সালেহ বলেন-**هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَفَعَ التَّابِعُونَ إِلَى النَّبِيِّ** (ص) অর্থাৎ, তাবেয়ী যদি সাহাবীকে বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করে, তবে সে হাদীসকে **مُরْسَل**।
৫. আল মুজামুল ওয়াসিত প্রণেতা বলেন-**مَا رَفَعَهُ التَّابِعُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ** (ص) অর্থাৎ, কোনো তাবেয়ী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স) থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করাকে হাদীসে **مُরْسَل**। যেমন-**نَهَىٰ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاوَلَةِ**- আলোচ্য হাদীসে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়ার হলেন একজন তাবেয়ী। তিনি তাঁর উপরস্থি সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি **مُরْسَل**।
৬. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন-**إِنْ كَانَ السُّقُوطُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَدِ بَعْدَ التَّابِعِيِّ فَهُوَ مُرْسَلٌ** অর্থাৎ, সনদের মধ্যে তাবেয়ীর পর বর্ণনাকারী বাদ পড়লে তাকে **مُরْسَل**।
৭. আল মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান রচয়িতা বলেন- যে হাদীসের সনদে তাবেয়ী ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যবর্তী সাহাবী বর্ণনাকারীর উল্লেখ পাওয়া যায় না তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

হুকুম : مُرْسَلٌ-এর হুকুম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যেমন-

১. ইমাম আয়ম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে- মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। কারণ, বর্ণনাকারী দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের কারণেই **إِسْنَاد** না করেছেন। তবে সে গ্রহণযোগ্য হবে না।
২. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে- মুরসাল হাদীস যদি অন্য কোনো দলীল দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য দলীল হলেও অসুবিধা নেই।
৩. ইমাম আহমদ (র) এ ব্যাপারে দুটি অভিমত দিয়েছেন। যথা- ক. গ্রহণযোগ্য হবে, খ. গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ।
৪. ওলামায়ে জমছর বলেন-**حَدِيثٌ مُرْسَلٌ تَوْقِفٌ**-এর ব্যাপারে তাকে হুকুম দেয়া হবে। কেননা সনদে রাবীর নাম বাদ পড়ায় হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা কমে গেছে।
৫. আবু বকর রাবী (র)-এর মতে-**إِرْسَالٌ** কারীর অভ্যাস যদি এমন হয় যে, তিনি শুধু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে সে **إِرْسَال** করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য। আর যদি নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য সকলের কাছ থেকে **إِرْسَال** করেন, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।

⇒ أَسْبَابُ الطَّعْنِ فِي الْخَبْرِ

ضِيَّضِيَّ بিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ : প্রখ্যাত হাদীসবেতাগণ বলেন, যে সকল কারণে **ضِيَّضِيَّ** বিনষ্ট হয় তা হলো-

۱. فَرَطُ الْغَفْلَةِ (অধিকতর অমনোযোগিতা) : রাবীর মনোযোগ যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেওয়ায়াতের দিক থেকে অন্যদিকে থাকে, তাহলে তার ضَبْطٌ ঠিক থাকে না ।

২. **كَثْرَةُ الْغَلَطِ** (অধিক মাত্রায় ভুল) : রাবী যদি নিজের কারণে হাদীস বর্ণনায় অধিক পরিমাণ ভুল করেন

৩. مُخَالَفَةُ الرَّبِّ (বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা) : রাবী যদি বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা করেন

৪. **الْوَهْمُ** (অন্ত ধারণা) : রাবী যদি ধারণাপ্রসূত ভুল বর্ণনা করেন।

৫. **الْحُفْظُ سُؤْلُ** (স্মরণশক্তির ক্রটি) : রাবী যদি সূতিশক্তি হারিয়ে ফেলে বা নির্ভুলের চেয়ে ভুলই বেশি বর্ণনা করে

উপসংহার : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে **ضْطَجْ** একান্ত অপরিহার্য একটি মৌলিক গুণ। কোনো রাবীর **ضْطَجْ**-এর মধ্যে উল্লিখিত কোনো ক্রটি পরিলক্ষিত হলে ঐ রাবীর হাদীস **دُرْدِّ** তথা পরিত্যাজ্য হবে। সুতরাং এ সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করা অপরিহার্য।

■ السؤال (٥) : تحدث عن المستخرجات وأشهر المصنفات فيها مفصلاً.

■ প্রশ্নঃ ৫ || মস্তাখর্জাত ও এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গন্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর

উত্তর ।। উপস্থাপনা : ইলমে হাদীস একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মহামূল্যবান হাদীসগুলো সাধারণ মানুষের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য বিদ্ধি ওলামায়ে কেরাম নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। হাদীসগুলোকে মানুষের বোধগম্য করে উপস্থাপনের জন্য যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, এর সাথে **حَرْجَاتِ الْمُلْك**-এর সম্পর্ক নিবিড়। নিম্নে প্রশ্নাগুলোকে আলোচনা পেশ করা হলো।

تَعْرِيفٌ عَلَمِ الْمُسْتَخْرِجَاتِ

عِلْمُ الْمُسْتَخْرَجَاتِ - এর পরিচয় :

‘আভিধানিক অর্থঃ’ **عِلْمُ الْمُسْتَخْرِجَاتِ** দুটি শব্দযোগে গঠিত একটি মুরাক্বাব। শব্দ দুটি হচ্ছে **عِلْمٌ** এবং **الْمُسْتَخْرِجَاتِ**; এদের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে-

১. **مُنْهَى** শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে **مُنْهَوْنَى**; এর শাব্দিক অর্থ হলো—

ক. الْمَعْرِفَةُ تথا جانا । খ. الْلَّذْرَاكُ تথا অবগতি লাভ করা । গ. الْقَنْيَنْ تথা বিশ্বাস করা । ঘ. Knowledge বা জ্ঞান ইত্যাদি ।

- خ - ر - ح آلْا سِتْخَرَاجُ مَادَاهُ مَا دَارَ جَمْعُ مُؤْنَثٍ - اسْتِفْعَالٌ - اسْمٌ مَفْعُولٌ شَكْتٍ بَابِهِ خَرْجَاتٌ

الْمُسْتَخْرِجُ كُلُّ كِتَابٍ خَرَجَ فِيهِ مُؤْلِفُهُ أَحَادِيثَ كِتَابٍ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُؤْلِفِينَ بِأَسَانِيدٍ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمُؤْلِفِ الْأَوْلَى وَمَنْ فَوْقَهُ. أَرْتَاهُ، এমন হাদীসের কিতাবকে মুস্তাখর বলা হয়, যার মধ্যে কোনো গ্রন্থকার অপর কোনো গ্রন্থকারের কিতাব থেকে নিজ সনদে হাদীস তাখরীজ করেছেন যা গ্রন্থকারের নিয়মের বিপরীত। এতে তিনি কখনো গ্রন্থকারের শায়খের মধ্যে কিংবা তার উপরন্তু শায়খের মধ্যে গিয়ে তার সাথে মিলিত হয়েছেন।

- ## ২. আল্লামা ইরাকী বলেন-

هُوَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَنِّفُ إِلَى صَحِيفٍ أَوْ كِتَابٍ فَيَخْرُجُ أَحَادِيثَهُ بِأَسَانِيدٍ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ صَاحِبِ الْكِتَابِ فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ.

- ### ৩. আল্লামা সাখাবী (র) বলেন-

الْأَسْتِخْرَاجُ أَنْ يَعْمَدَ حَافِظُ الْبُخَارِيِّ مَثَلًا - فَيُورِدُ حَدِيثَهُ حَدِيثًا بِأَسَانِيدٍ لِنَفْسِهِ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ فِيهَا ثِقَةُ الرُّوَاةِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي شَيْخِهِ -

৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) বলেন-

الْأَسْتِخْرَاجُ فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ يَعْمَدَ حَافِظًا مِنْ كِتَابٍ حَفَاظَ إِلَى كِتَابٍ فِي خَرْجِ أَحَادِيثِهِ بِاسْنَانِهِ لِنَفْسِهِ غَيْرَ طَرِيقِ صَاحِبِ الْكِتَابِ فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ -

• أَشْهَرُ الْكِتَبِ الْمُصَنَّفَاتِ فِي هَذَا الْفَنِّ

বিষয়ে রাচত প্রাসন্দ এন্থাবাল : عِلْمُ الْمُسْتَخْرِجَاتِ

- ١- مُسْتَخْرَجُ أَبِي بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ الْجَرْجَانِيِّ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْبُخَارِيِّ.
 - ٢- مُسْتَخْرَجُ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَطْرِيِّفِيِّ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْبُخَارِيِّ.
 - ٣- مُسْتَخْرَجُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي ذَهْلِ الْهَزْوَى.
 - ٤- مُسْتَخْرَجُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْدُوِيِّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ الْكَبِيرِ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْبُخَارِيِّ.
 - ٥- مُسْتَخْرَجُ أَبِي عُوَانَةَ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَارَانِيِّ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمُسَلِّمِ.
 - ٦- مُسْتَخْرَجُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنِ رَجَاءِ النِّيْسَابُورِيِّ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمُسَلِّمِ.
 - ٧- مُسْتَخْرَجُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْزَقِيِّ النِّيْسَابُورِيِّ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمُسَلِّمِ.

- ٨- مُسْتَخْرَجُ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ النِّيْسَابُورِيِّ الْبَرَّارِ عَلَى الصَّحِّيفِ لِمُسْلِمٍ .

٩- مُسْتَخْرَجُ أَبِي جَعْفَرِ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ النِّيْسَابُورِيِّ عَلَى الصَّحِّيفِ لِمُسْلِمٍ .

١٠- مُسْتَخْرَجُ لَأَبِي نَعِيمٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَلَى الصَّحِّيفِ لِمُسْلِمٍ .

١١- مُسْتَخْرَجُ لِلْأَمَامِ أَبِي الْوَلِيدِ حَسَانَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقَرْشِيِّ عَلَى الصَّحِّيفِ لِمُسْلِمٍ .

١٢- مُسْتَخْرَجُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيِّ النِّيْسَابُورِيِّ عَلَى الصَّحِّيفَيْنِ .

١٣- مُسْتَخْرَجُ أَبِي ذَرِ الْهَرْوِيِّ عَلَى الصَّحِّيفَيْنِ .

١٤- مُسْتَخْرَجُ أَبِي مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْخَلَالِ عَلَى الصَّحِّيفَيْنِ .

١٥- مُسْتَخْرَجُ أَبِي عَلَى الْمَاسْرِجِسِيِّ النِّيْسَابُورِيِّ عَلَى الصَّحِّيفَيْنِ .

١٦- مُسْتَخْرَجُ أَبِي نَعِيمٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْفَهَانِيِّ عَلَى الصَّحِّيفَيْنِ .

١٧- مُسْتَخْرَجُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَنْجُوَيَّةَ عَلَى الصَّحِّيفَيْنِ .

١٨- مُسْتَخْرَجُ أَبِي مَسْعُودِ سُلَيْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيِّ عَلَى الصَّحِّيفَيْنِ .

١٩- مُسْتَخْرَجُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدَانَ الشَّيْرَازِيِّ عَلَى الصَّحِّيفَيْنِ .

٢٠- مُسْتَخْرَجُ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَعِ عَلَى السُّنْنِ لِأَبِي دَاؤَدَ .

٢١- مُسْتَخْرَجُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَنْجُوَيَّةَ عَلَى السُّنْنِ لِأَبِي دَاؤَدَ .

٢٢- مُسْتَخْرَجُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ أَيْمَانَ الْقُرْطُبِيِّ عَلَى السُّنْنِ لِأَبِي دَاؤَدَ .

٢٣- مُسْتَخْرَجُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَنْجُوَيَّةَ عَلَى السُّنْنِ لِلتَّرْمِذِيِّ .

٢٤- مُسْتَخْرَجُ أَبِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلَى بْنِ نَصْرِ الْخُرَاسَانِيِّ الطُّوقَمِيِّ عَلَى السُّنْنِ لِلتَّرْمِذِيِّ .

٢٥- مُسْتَخْرَجُ أَبِي عَلَى الطُّوسِيِّ رَاجِمَةُ اللَّهِ عَلَى السُّنْنِ لِلتَّرْمِذِيِّ .

উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদীস। তাই হাদীস চর্চা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে হাদীসের উৎস সম্পর্কে জানা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওলামায়ে কেরাম **عِلْمُ الْمُسْتَخْرِجَاتِ** বিষয়ে যেসকল গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে হাদীসের চর্চাকে আরো সমৃদ্ধি করা যায়।

السؤال (٦) : مَاذَا تَفْهَمْتُ بِعِلْمٍ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ؟ أَكْتُبْ نَشَائِهَ وَطُرُقَهُ ■

■ پرش: ۶ || عِلْمُ تَخْرِيج الْحَدِيث بলতে کی بُوکا؟ اے ڈیپٹی، کرمبیکاش و پانڈیتیس مُہ لئے ।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : মানুষের জীবন চলার পথের যাবতীয় দিকনির্দেশনা কুরআনে দেওয়া হয়েছে। আর হাদীসে তার বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মহামূল্যবান হাদীসগুলো সাধারণ মানুষের নিকট পৌছে দেওয়ার কাজে সম্মানিত বিদ্বন্ধ ওলামায়ে কেরাম নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। হাদীসগুলোকে মানুষের বোধগম্য করে উপস্থাপনের জন্য যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তাকেই **الْحَدِيْثُ تَخْرِيْجُهُ** হিসেবে বোঝানো হয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে প্রশ্নাগুলোকে আলোচনা পেশ করা হলো।

⇒ تَعْرِيفُ عِلْمِ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ

الْحَدِيثِ تَخْرِيجُ عِلْمٍ - এর পরিচয় :

পরিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মাহমুদ আত তহান বলেন-

هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أُخْرِجَتْ بِسَنَدٍ - ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ -

২. সুবহি সামার রায়ী বলেন-

هُوَ عَزُوكِ الْحَدِيثِ إِلَى مَصْدَرِهِ أَوْ مَصَادِرِهِ مِنْ كُتُبِ السُّنْنَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَتَتَبَعُ طُرُقِهِ وَأَسَانِيْدِهِ وَحَالِ رِجَالِهِ وَبَيَانِ دَرَجَتِهِ قُوَّةً وَضُعْفًا.

٣. بَيَانُ دَرَجَةِ الْحَدِيثِ مِنَ الصِّحَّةِ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الضُّعْفِ دُونَ تَقْيِيدٍ - بَلْهَنْ - آبُو شُهْبَةَ .

مَنْ ذَكَرَ حَدِيثًا إِشْتَمَلَ سَنَدُهُ عَلَى مَنْ فِيهِ ضُعْفٌ أَنْ يُؤْضِي حَالَةً خُرُوقًا عَنْ عُهْدَتِهِ وَبَرَأَهُ مِنْ ضُعْفِهِ -
العلائى 8.

৫. ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন- নিম্নোক্ত কয়েকটি অর্থে **جُنْاحٌ**-এর ব্যবহার হয়। যথ-

إِخْرَاجُ الْأَحَادِيثِ مِنْ نَسْخِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ غَيْرِهِ. گ. تথ্য সনদসহ হাদীস বর্ণনা করা।

الدَّلَالَةُ عَلَى مَصَادِرِ الْحَدِيثِ الْأَصْلَيَّةِ وَعَزْوَهُ إِلَيْهَا. ঘ.

عَزْوُ الْحَدِيثِ إِلَى مَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ أئِمَّةِ وَعُلَمَاءِ الْمُعْتَبِرِينَ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّفْتِيشِ عَنْ حَالِهِ وَرَجَالِ مَخْرَجِهِ .

৭. যেসব কিতাবে হাদীসের সনদ ব্যতীত মতন উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব কিতাবের হাদীসগুলোকে সনদসহ উল্লেখ করাকে **تَخْرِيج** বলা হয়।
রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসগুলো তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বের হয়ে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের মাধ্যমে আমাদের নিকট পর্যন্ত এসে পৌছেছে। সনদের এ ধারাবাহিকতার মূল কেন্দ্রবিন্দু তথা **سَمْبَرْكَةَ الْخُرُوجِ** যে শাস্ত্রের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, তাকে **عِلْمُ التَّخْرِيج** বলে।

এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলিকে **كتُبُ التَّخْرِيج** কৃত বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ সনদসহ হাদীস বর্ণনাধারাকে **عِلْمُ الْخُرُاجُ** কিংবা **الْتَّخْرِيجُ** নামক পরিভাষায় রূপ দেন। যেমন হানাফী ফিকহের এক অমর গ্রন্থ হেদায়াতে বর্ণিত হাদীসের কোনো সনদ উল্লেখ করা হয়নি।

আল্লামা যায়লায়ী (র) হেদায়ার হাদীসগুলো রেফারেন্স তথা উন্নতিসহ উল্লেখ করে **نَصْبُ الرَّأْيِةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهِدَى** নামে এক দুর্লভ গ্রন্থ রচনা করেন।

১. نَشَأَ عِلْمُ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ وَتَطَوُّرُهُ :

عِلْمُ التَّخْرِيج-এর উৎপত্তি : রাসূলুল্লাহ (স) হতে হিজরী চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত **عِلْمُ التَّخْرِيج**-এর ওপর কোনো পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়নি। কেননা, সূচনালগ্নে খুব কম সংখ্যক হাদীসই সংকলিত হয়েছে। যখনই হাদীস সংকলনের কাজ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তখন ওলামায়ে কেরাম হাদীসের কিতাবসমূহের ওপর এবং মৌলিকত্বের ওপর দৃঢ়ভাবে সুগভীর গবেষণা চালাতে থাকেন। এরই ফলশ্রুতিতে হিজরী চতুর্থ বর্ষে **عِلْمُ التَّخْرِيج**-এর উৎপত্তি ঘটে।

عِلْمُ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ-এর ক্রমবিকাশ : হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদঞ্চ ওলামায়ে কেরাম হাদীসশাস্ত্রের প্রভূত উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। বিভিন্ন মুসান্নিফ মারেফাতুল হাদীস বিষয়ক নানাবিধ পুস্তক রচনা করেন এবং ফিকহ তাফসীর এবং ইতিহাসসহ অন্যান্য শরয়ী নির্দেশক পুস্তকাবলি এ শতাব্দীতে সংকলিত হয়। আর তখনই প্রকাশ্যভাবে **تَخْرِيج**-এর উপর নানাবিধ বই লিখা হয়। আল্লামা খতীব বাগদাদী (র) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এই শতাব্দীতে তাখরিজের কিতাবসমূহের সংখ্যা দশে গিয়ে দাঁড়ায়।

এ শতাব্দীতে বিভিন্ন পুস্তকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সর্বদা এই কর্মসূচির ক্রমবর্ধমান ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে।

২. طُرُقُ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ :

تَخْرِيج-এর পদ্ধতি : অসংখ্য অগণিত হাদীস কোনটি কোথায় আছে, সেগুলো অনুসন্ধান করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি পদ্ধতি আলোকপাত করা হলো-

প্রথম পদ্ধতি : প্রথম পদ্ধতি হলো- **تَخْرِيجُ عَنْ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ رَائِيِّ الْحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَ** তথা হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়লাভের পদ্ধতি। কেনো হাদীস অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা যখন জানতে পারব যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী আল্লাহর নবীর সাহাবী, তখন আমরা তিনি ধরনের রচনা পদ্ধতি থেকে সহযোগিতা নিতে পারি। যথা-

১. **الْمَسَانِيدُ** : সেগুলো হলো মুসনাদ গ্রন্থসমূহ। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক সাহাবীর হাদীস আলাদা আলাদা বর্ণিত আছে। একজন হাদীসের অনুসন্ধানকারী যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাজিক্ষণ সাহাবীর বর্ণিত হাদীস না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অনুসন্ধান চালাতে থাকবে। এক পর্যায়ে গিয়ে সে হাদীস পাওয়া যাবে।

২. **الْمَعَاجِمُ** : সেগুলো হলো অভিধানজাতীয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থসমূহে আরবি হরফের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাহাবী, তাদের শায়খ কিংবা দেশের নাম উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং সাহাবীর নাম অনুযায়ী খুঁজতে থাকলে সহজেই তা বের করা যায়।

৩. **কُتُبُ الْأَطْرَافِ** : হাদীসের কিতাবসমূহ। এ সকল কিতাবে সাহাবীগণের সনদগুলো তাঁদের নাম অনুসারে আরবি হরফের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। যখন হাদীসের অনুসন্ধানকারী হাদীসের প্রথমদিকের কোনো একটি অংশ জানতে পারে তখন সে কিতাবে উল্লিখিত তথ্যসূত্র ধরে মূল গ্রন্থে গিয়ে পূর্ণ হাদীসটিই পেয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো- **تَخْرِيجُ عَنْ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ أَوَّلِ لَفْظٍ مِنَ الْحَدِيثِ** অর্থাৎ, হাদীসের প্রথম শব্দ থেকে হাদীস চেনার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে হাদীস বের করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সহায়ক হবে। যেমন-

১. বিভিন্ন ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের সমন্বয়ে সংকলিত কিতাবসমূহ। যেমন-

ক. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) রচিত প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ- **الدُّرُرُ الْمُنَتَّرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهَرَةِ**

খ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) রচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসগ্রন্থ- **اللَّالِيُّ الْمَنْتُورَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ**

গ. আল্লামা সাখাবী (র) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ- **الْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ فِي بَيَانِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهَرَةِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ**
এ গ্রন্থসমূহে হাদীসের শব্দ উল্লেখ রয়েছে এবং সে অনুযায়ী মূল কিতাবে খুঁজতে থাকলে পূর্ণ হাদীস পাওয়া যায়।

২. এমন কিতাব যাতে হাদীসসমূহ সাজানো হয়েছে অভিধানের হরফের আলোকে। যেমন আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) রচিত-

الْجَامِعُ الصَّغِيرُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَشِيرِ التَّذِيرِ.

৩. সূচিপত্র সংবলিত কিতাবসমূহ, যেগুলোকে ওলামায়ে কেরাম বিশেষ কিছু কিতাবের জন্য তৈরি করেছেন। এ সূচি অনুযায়ী কিতাব খুঁজলে এই নির্দিষ্ট কিতাবে গিয়ে কাজিক্ষণ হাদীস পাওয়া যাবে। যেমন-

আল্লামা ফুয়াদ আবদুল বাকী কর্তৃক রচিত-

১. **فِهْرِسٌ لِتَرْتِيبِ أَحَادِيثِ "صَاحِبِيْ حُسْنِ"**

২. **فِهْرِسٌ لِتَرْتِيبِ أَحَادِيثِ "سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ"**

৩. **مِفْتَاحٌ "مُوَطَّأٌ مَالِكٍ"**

الْتَّخْرِيجُ عَنْ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ كَلِمَةٍ يَقِلُّ دَوْرَانُهَا عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ -
তৃতীয় পদ্ধতি : তৃতীয় পদ্ধতি হলো-
অর্থাৎ, হাদীসের মূল ইবারতের যে কোনো অংশ থেকে অল্প একটু উল্লেখ করার মাধ্যমে হাদীস বের করা। এ পদ্ধতিতে হাদীস বের করার জন্য
আল্লামা ফুয়াদ আবদুল বাকী রচিত **الْمُفْجَحُ لِأَلْفَاظِ الْحَدِيثِ** বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে থাকে।

চতুর্থ পদ্ধতি : চতুর্থ পদ্ধতি হলো- **الْتَّخْرِيجُ عَنْ طَرِيقِ مَوْضُوعِ الْحَدِيثِ** অর্থাৎ, হাদীসের বিষয়বস্তু জানার মাধ্যমে হাদীস খুঁজে বের করা। যখন হাদীসের বিষয়বস্তু জানা যায় তখন হাদীসটি খুঁজতে সুবিধা হয়। আর আধুনিক গ্রন্থাবলিতে হাদীসসমূহ অধ্যায়ভিত্তিক আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সাজানো থাকে। ফলে হাদীস খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হয় না। আর এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকারী কিতাব হলো- **مُفْتَاحُ الْعِلَّةِ** যা রচনা করেছেন আল্লামা **আর্দ্ধ জান ফিস্সান্ক**; তিনি সেখানে হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের মধ্যে ১৪টি কিতাবের সূচিপত্র সন্নিবেশিত করেছেন। সেগুলো হলো-

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>٨- مُسْنَدُ أَحْمَدَ.</p> <p>٩- مُسْنَدُ أَبِي دَاوَدَ الطَّيَالِسِيِّ.</p> <p>١٠- سُنْنُ الدَّارِمِيِّ.</p> <p>١١- مُسْنَدُ زَيْدِ بْنِ عَلَىٰ.</p> <p>١٢- سِيرَةُ ابْنِ هِشَامٍ.</p> <p>١٣- مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ.</p> <p>١٤- طَبَقَاتُ ابْنِ سَعْدٍ.</p> | <p>١- صَحِيفَةُ الْبُخَارِيِّ.</p> <p>٢- صَحِيفَةُ مُسْلِمٍ.</p> <p>٣- سُنْنُ أَبِي دَاوَدَ.</p> <p>٤- جَامِعُ التَّرْمِذِيِّ.</p> <p>٥- سُنْنُ النَّسَائِيِّ.</p> <p>٦- سُنْنُ ابْنِ مَاجَةَ.</p> <p>٧- مُؤْطَأُ مَالِكٍ.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

সম্মানিত লেখক এ গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে সুদীর্ঘ দশটি বছর অতিবাহিত করেন। এরপর আল্লামা ফুয়াদ আবদুল বাকী এটাকে আরবি ভাষায় রূপান্তর করে সম্প্রসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনিও সুদীর্ঘ চার বছর ধাবৎ এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ গ্রন্থটি বিশ্ববাসীর জন্য বিরাট একটি নেয়ামত হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

উপসংহার : ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদীস চর্চা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। হাদীসচর্চার ক্ষেত্রে হাদীসের উৎস জানা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওলামায়ে কেরাম **عِلْمُ التَّخْرِيجِ** প্রসঙ্গে যে সকল কিতাব রচনা করেছেন সেগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞানের সীমাকে আরো সমৃদ্ধিশালী করা যায়।

■ السُّؤالُ (٧) : مَاذَا تَفْهَمُ مِنْ عِلْمٍ أَطْرَافِ الْحَدِيثِ؟ أَذْكُرْ أَهَمَّ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي الْأَطْرَافِ مَعَ إِيْرَادِ تَعْرِيفٍ مُوجَزٍ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا.

■ প্রশ্নঃ ৭ || عِلْمُ أَطْرَافِ الْحَدِيثِ বলতে কী বোঝ? এ বিষয়ে রচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম লেখ এবং একটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধর।

উত্তর । উপস্থাপনা : মুহাদ্দিসগণ হাদীসশাস্ত্রের যে ব্যাপক খেদমত করেছেন তন্মধ্যে **عِلْمُ أَطْرَافِ الْحَدِيث** একটি গুরুত্বপূর্ণ খেদমত। বিভিন্ন গ্রন্থকার একটি হাদীস স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আতরাফ গ্রন্থকারগণ একটি হাদীস' উল্লেখের' পর হাদীসটি কোন কোন গ্রন্থে আছে, তা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো ।

⇒ تَعْرِيفُ عِلْمِ أطْرَافِ الْحَدِيثِ

-عِلْمُ اطْرَافِ الْحَدِيثِ-এর পরিচয় :

পারিভাষিক সংজ্ঞা : হাদীস বিশারদগণ ḥadīth-ṭrāf-এর বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মতে, عِلْمُ أَطْرَافِ الْحَدِيث -এর প্রামাণ্য পারিভাষিক সংজ্ঞা- هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَطْرَافِ الْحَدِيثِ فَيُذْكَرُ - জুরো হাম দাল উলি بِقِيَّةِ الْحَدِيثِ ثُمَّ يَتَّصِلُهُ سَنَدُ الْحَدِيثِ وَالْأَسَانِيدُ الْأُخْرَى مَعَهُ وَيُذْكَرُ مَوَاضِعُ الْحَدِيثِ فِي الْمُصَنَّفَاتِ - অর্থাৎ, এই ইলম, যার মাঝে হাদীসের অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উল্লেখ করা হয়, যা অবশিষ্ট হাদীসকে বোঝায়। তারপর হাদীসের সনদ ও অন্যান্য সনদ যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীসটির স্থানসমূহ উল্লেখ করা হয়।

১২. 'বুঢ়স ফী উলুমিল হাদীস' এন্টকার বলেন-

كُتُبُ الْأَطْرَافِ نَوْعٌ مِنَ الْمُحَدَّثَاتِ الْحَدِيثِيَّةِ اقْتَصَرَ فِيهَا مُؤْلِفُوهَا عَلَى ذِكْرِ طَرْفِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَدْلِلُ بِقِيَّتِهِ - ثُمَّ ذَكَرَ أَسَانِيدَ الَّتِي وَرَدَ مِنْ طَرِيقِهَا ذَلِكَ الْمَتْنُ - إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِيَاعِ، وَإِمَّا بِالنِّسْبَةِ لِكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ -

8. آلاما سعیدتی (ر) تدریب الرَّاویؑ اتنے علیخ کرائے-

هُوَ أَنْ يَذْكُرَ أَهْلُ الْأَطْرَافِ حَدِيثَ الصَّحَابِيِّ مُفْرَداً، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا طَرْفًا لِيَعْرَفَ بِهِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الطَّرْفُ غَيْرَ مُفِيدٍ - مَعَ الْجَمْعِ لِأَسَانِيدِهِ إِمَّا عَلَى سَيِّلِ الْإِسْتِيُّاعِ، أَوْ عَلَى جَهَةِ التَّقْيِيرِ بِكُتُبِ مَخْصُوصَةٍ -

৫. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন বলেন, হাদীসসমূহের এমন কোনো অংশের উল্লেখ করা, যা থেকে অবশিষ্ট অংশও বোকা যায়। এরূপ গ্রন্থকে কিতাবু আতরাফিল হাদীস বলা হয়। এরূপ পদ্ধতিতে কখনো সনদ উল্লেখ করা হয় আবার কখনো কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করা হয়।

৬. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ বলেন- **لَا فَرْجٌ** কৃত্ত এমন হাদীসগুলকে বলা হয়, যাতে হাদীসের একটি অংশের উল্লেখ থাকে, যা অবশিষ্ট অংশকে বোঝায়। এরপর উল্লিখিত হাদীসের সকল সনদ বা বর্ণনাসূত্র তাতে সন্নিবেশিত হয়।

৭. ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র) বলেন- طَرْفٌ كُتْبٌ এমন এক ধরনের হাদীস যাতে সংকলক হাদীসের কোনো একটি অংশ উল্লেখ করেন যা বাকি অংশকে বোঝায়। অতঃপর উক্ত মতনের বিস্তারিত সনদ উল্লেখ করেন আবার কখনো কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন।

৮. উলুমুল হাদীস গ্রন্থকার বলেন, যে হাদীসগ্রন্থে হাদীসসমূহের শুধু প্রথম অথবা শেষের এমন কিছু শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যা দ্বারা সম্পূর্ণ হাদীস বোঝা যায়, তাকে আল আতরাফ বলা হয়।

৯. যে হাদীসগ্রন্থে হাদীসের এমন একটি অংশ উল্লেখ করা হয় যাতে অবশিষ্ট অংশ বোঝা যায় তাকে **كُتُبُ الْأَطْرَافِ** বলে।

আতরাফ গ্রন্থকারগণ একটি হাদীসের অংশ উল্লেখ করেন। তারা মুসনাদ গ্রন্থের মতো প্রত্যেক সাহাবীর হাদীসসমূহ এক জায়গায় উল্লেখ করেন। হাদীসের অংশ উল্লেখ করার পর সেটির সনদ বর্ণনা করেন। হাদীসের অংশ উল্লেখ করার পর সেটির সনদ বর্ণনা করেন এবং অন্য যে সকল সনদে বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, সে সকল সনদ ও গ্রন্থের অধ্যায় নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেন। তবে কোনো রাবী যদি এককভাবে কোনো অংশ বর্ণনা করে থাকেন, তাও বর্ণনা করেছেন।

● أَهْمُ الْكُتُبِ الْمُؤْلَفَةِ فِي أَطْرَافِ الْحَدِيثِ :

বিষয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ : নিম্নে কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো-

১. - آطْرَافُ الصَّحِيحَيْنِ - আবু মাসউদ ইবরাহীম দামেশকী (র)।

২. - آطْرَافُ الصَّحِيحَيْنِ - আবু মুহাম্মদ ওয়াসেতী (র)।

৩. - آطْرَافُ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ - আবুল আবুস (র)।

৪. - آطْرَافُ الْكُتُبِ السَّبْعَةِ - আবুল ফজল কায়সাবানী (র)।

৫. - تُحْفَةُ الْأَشْرَافِ بِمَعْرِفَةِ الْأَطْرَافِ - শায়খ ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আলমায়ী (র)।

৬. - آطْرَافُ الْمُسْنَدِ - ইবনে হাজার আসকালানী (র)।

৭. - إِحْمَافُ الْمَهَرَةِ بِالْفَوَائِدِ الْمُبْتَكَرَةِ - ইবনে হাজার আসকালানী (র)।

৮. - الْكَشَافُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَطْرَافِ - শামসুন্দীন দুমাইনী (র)।

৯. - آطْرَافُ غَرَائِبِ الْأَفْرَادِ - দারে কুতনী (র)।

১০. - آطْرَافُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ - ইবনে হাজার আসকালানী (র)।

● تَعْرِيفٌ تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ بِمَعْرِفَةِ الْأَطْرَافِ :

আতরাফ গ্রন্থ ‘তোহফাতুল আশরাফ’-এর পরিচয় : হাফেয় ইউসুফ ইবনে আবদির রহমান আল মিয়ী (র) কর্তৃক সিহাহ সিন্দাহ-এর গ্রন্থাবলির উপর রচিত “আতরাফ প্রকারভুক্ত”। গ্রন্থটি সাতশত হিজরীর গোড়ার দিকে দারুল গারদিল ইসলামী হতে প্রকাশিত। আবু যুরআহ আহমদ ইবনে আবদির রহীম (র) এ আতরাফ গ্রন্থের সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলিকে একত্র করেছেন। হাফেয় মিয়ী (র)-এর গ্রন্থটিকে হাফেয় যাহাবী (র) সংক্ষিপ্ত করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আলী আদ-দিমাশকীও এটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

হাফেয় মিয়ী (র) ৬৫৪ হিজরীতে সিরিয়ার হল্লাস্তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিয়াহ-এ লালিতপালিত হন। তিনি ২০ বছর বয়সে হাদীস অন্঵েষণে আত্মনিয়োগ করেন এবং তিনি প্রায় এক হাজার শায়েখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। যাঁর শিষ্যগণের সংখ্যাও অসংখ্য। তিনি প্রায় ৫০ বছর ধরে হাদীস বর্ণনা করেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) ছিলেন হাফেয় মিয়ী (র)-এর জামাতা। তিনি ৭৪২ হিজরী সনে সফর মাসের ১২ তারিখ শনিবার ইন্তেকাল করেন। তাকে আকাবিরুস সুফিয়ায় শায়েখ ইবনে তায়মিয়াহ (র)-এর কবরের পশ্চিম পার্শ্বে দাফন করা হয়। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হলো-

- تَهْذِيبُ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ -

- كِتَابُ الْأَطْرَافِ -

উপসংহার : নَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ مَا هُمَا؟ وَكَيْفَ يُعْرَفُ النَّاسِخُ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ بَيْنِ حُكْمِ النَّسْخِ وَشَرَائطِهِ ■

■ প্রশ্ন : ৮ || নাসিখ ও মানসুখ কি কাকে বলে? নাসিখ ও মানসুখ কিভাবে চেনা যায়? নাসিখ-এর ছুকুম ও শর্তাবলি বর্ণনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : ইসলাম মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের ধর্ম। মানবতার কল্যাণসাধনের নিমিত্ত এ ধর্মের বিধিবিধানগুলো প্রণীত হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে যুগের চাহিদার আলোকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্ধশায় সে বিধানগুলোর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। এক বিধানের স্থলে আরেকটি বিধান জারি করার কারণে পরবর্তীতে আসা বিধানটি এবং পূর্ববর্তী বিধানটিকে নাসিখ বলা হয়। এটি উসূলে হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

● تَعْرِيفٌ نَاسِخِ الْحَدِيثِ :

নাসিখুল হাদীসের পরিচয় : এস্ম ফَاعِلْ-এর সীগাহ। এটি নাসিখ শব্দটি থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. তথা পরিবর্তনকারী। ২. তাঁকে পরিবর্তনকারী। ৩. তথা পরিবর্ধনকারী। ৪. তথা দূরীভূতকারী। ৫. বাতিলকারী। ৬. প্রত্যাহারকারী। ৭. সুতরাং এর অর্থ হলো, হাদীস রহিতকারী। পরিভাষায় দু'হাদীসের দ্বন্দকালে পরে বর্ণিত হাদীসকে নাসিখ বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন, **هُوَ الْحَدِيثُ الْمَقْبُولُ الْمُتَعَارِضُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مُتَأَخَّرٌ عَنْهُ بِوَجْهٍ مَّا**

➁ : تَعْرِيفُ مَنْسُوخِ الْحَدِيثِ

মানসুখুল হাদীসের পরিচয় : এস্ম মَفْعُولٌ শব্দটি বাবে ফَتَح থেকে এর সীগাহ। এটা মাসদার থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো— ১. তথা বর্জনকৃত, ২. তথা অল্মত্রুক, ৩. তথা পরিবর্তিত, ৪. তথা অল্মত্তাহুল, ৫. তথা বাতিল ইত্যাদি।

পরিভাষায় দু'হাদীসের দ্বন্দকালে পূর্বে বর্ণিত হাদীসকে মন্সুখ বলা হয়।

هُوَ الْحَدِيثُ الْمَقْبُولُ الْمُتَعَارِضُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ ثَبَّتَ أَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَنْهُ بِوَجْهٍ مَّا

কেউ কেউ বলেন, হাদীসের দ্বন্দকালে পূর্বে বর্ণিত হাদীসকে মন্সুখ বলে।

নাসিক ও মানসুখ হাদীসের উদাহরণ : হযরত শান্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস শিঙ্গা প্রদানকারী এবং শিঙ্গা গ্রহণকারী উভয়েই রোয়া ভঙ্গ করল, এ হাদীস রহিত হয়েছে হযরত ইবনে আকাস (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা। সেটি হলো—

إِنَّ النَّبِيًّا (ص) إِحْتَاجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ -

সুতরাং উস্লে হাদীসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের প্রথম হাদীস তথা অষ্টম হিজরীতে বর্ণিত হযরত শান্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর হাদীসটি মানসুখ; আর দ্বিতীয় হাদীস তথা দশম হিজরীতে বর্ণিত হাদীসটি নাসেখ।

➂ : طُرُقُ مَعْرِفَةِ نَاسِخِ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخِهِ

নাসিখ ও মানসুখ হাদীস চেনার পদ্ধতি : সম্পর্কে জানার চারটি পদ্ধতি রয়েছে। অর্থাৎ চারটি পদ্ধতির মাধ্যমে নাসিখ হাদীস নাসিখ হাদীস সম্পর্কে জানা যায়। যেমন—

১. তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুস্পষ্ট বাণীর মাধ্যমে। যেমন হযরত বুরাইদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস—
قالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيِّنِ إِلَّا فِي سِقَاعٍ فَاشْرُبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُّهَا وَلَا تَشْرُبُوا مُسْكِرًا -

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের বাবে এসেছে।

২. তথা সাহাবারে কেরামের বাণীর মাধ্যমে। যেমন হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর বক্তব্য—

كَانَ أَخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ -

উক্ত হাদীসটি সুনানের সকল কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে।

৩. তথা ইতিহাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভের মাধ্যমে। যেমন শান্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস—

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ -

এ হাদীসটি পরবর্তীতে বর্ণিত হযরত আকাস (রা)-এর হাদীস—
إِنَّ النَّبِيًّا (ص) إِحْتَاجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ -

৪. তথা ইজমার নির্দেশনার মাধ্যমে। যেমন মদপানকারী ব্যক্তির বিধান বর্ণনায় একমতের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে—

- ১. مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي التَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ -

- ২. إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ -

➄ : حُكْمُ النَّسْخِ

নাসখ-এর হৃকুম : সকল উস্লিবিদ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নাসিখ-নস্খ-এর ওপর আমল আবশ্যক হবে আর ওপর আমল বাতিল হবে। অনুরূপভাবে তারা এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জিবরাইল (আ) নবী করীম (স)-এর নিকট এসে পৌছার পূর্বে ব্যক্তির ওপর নস্খ-এর হৃকুম প্রমাণিত হবে না।

➅ : شَرَائِطُ النَّسْخِ

নাসখ-এর শর্তাবলি : এর জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো—

১. অর্থাৎ, যাকে রহিত করা হয়েছে, আর যার দ্বারা রহিত করা হয়েছে, উভয়টিই শরীয়ী হৃকুম হতে হবে। কোনো আকলী হৃকুম হলে চলবে না।

২. অর্থাৎ, অর্থাৎ নিস্খ-টি শরীয়তের দায়ভার প্রয়োগ করা যায় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হতে হবে; মৃত্যুর পর হলে চলবে না।

৩. অর্থাৎ, অর্থাৎ নিস্খ-টি থেকে পৃথক সময়ে হতে হবে এবং তা স্বাভাবিকভাবে পরে আসবে।

৪. অর্থাৎ, দুটি বিধানের মাঝে সমন্বয়সাধন অসম্ভব হলে।

৫. অর্থাৎ, অর্থাৎ নিস্খ-কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শর্তযুক্ত হবে না।

উপসংহার : শরীয়তের বিধান যেহেতু মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য প্রণীত হয়েছে, সেহেতু তাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করেই আবার তা রহিতও করা হয়ে থাকে। তাই হাদীসশাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানার্জনের জন্য নাসিখ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

■ **الْسُّؤَال (٩) :** عَرِفْ رَوَائِدَ الْحَدِيثِ . ۖ ۗ إِذْكُرْ أَنْوَاعَهَا وَفَوَائِدَهَا وَأَهَمَ الْكُتُبِ فِيهَا .

■ **প্রশ্ন :** ৯ ||-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ, উপকারিতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির বর্ণনা দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর হাদীসগুলো আমাদের নিকট আমানত। এ আমানতকে যথাযথ সংরক্ষণ করা প্রত্যেক হাদীস চর্চাকারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। তবে **عِلْمُ الْحَدِيثِ** সম্পর্কে অত্যধিক দক্ষ এবং আরবি ভাষার ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি অর্থ ও বিষয়বস্তু ঠিক রেখে হাদীসের মূল ইবারতে কিংবা সনদের মধ্যে যৎসামান্য বৃদ্ধি করতে পারে। এটাকে উসূলে হাদীসের পরিভাষায় **زِيَادَة** বলা হয়। আর যে শাস্ত্রে এ **زِيَادَة** সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়, তাকে **عِلْمُ رَوَائِدَ الْحَدِيثِ** বলা হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো।

⇒ **تَعْرِيفُ رَوَائِدِ الْحَدِيثِ :**

আভিধানিক অর্থ : **رَوَائِدُ الْحَدِيثِ**-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **رَوَائِدُ الْحَدِيثِ** : বাক্যটি দুটি শব্দযোগে গঠিত একটি মুরাক্কাব। শব্দ দুটি হচ্ছে **رَوَائِد** এবং **الْحَدِيثِ**; এদের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে-

১. **رَوَائِدُ :** শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে **رَأِيَّةً**; এর শাব্দিক অর্থ হলো-

ক. **أَلْكَرْهُةُ** তথা অধিক হওয়া। খ. **أَلْنَمَا** তথা বৃদ্ধি পাওয়া। গ. **أَلْتَجَافُزُ** তথা অতিক্রম করা। ঘ. **أَلْعَنْدَاءُ** তথা বাড়াবাঢ়ি করা।
ঙ. **أَلْمُسَابِقَةُ** তথা প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদি।

২. **الْحَدِيثُ :** শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে **أَلْحَادِيَّةُ**; এর শাব্দিক অর্থ হলো-

ক. **أَلْكَلَامُ** তথা বাণী। খ. **أَلْقَوْلُ** তথা কথা। গ. **أَلْجَدِيْدُ** তথা নতুন। ঘ. **أَلْقَدِيْمُ** তথা পুরাতনের বিপরীত ইত্যাদি।

পরিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় দক্ষ, প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কোনো আলেম কিংবা মুহাদ্দিস কর্তৃক হাদীসের মতনের মধ্যে কোনো শব্দ বা বাক্য বৃদ্ধি করা অথবা হাদীসের সনদের মধ্যে বৃদ্ধি করাকে **زِيَادَة** বা **رَأِيَّة** বলা হয়। আর এ বিষয়ে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাকে **عِلْمُ رَوَائِدِ** নামে আখ্যায়িত করা হয়।

২. ড. খালদুন আল আহদাব বলেন-

هُوَ عِلْمٌ يَتَنَاقُلُ أَفْرَادُ الْأَحَادِيَّةِ الرَّازِيَّةِ فِي مُصَنَّفٍ رُوِيَتْ فِيهِ الْأَحَادِيَّةُ بِإِسَانِيَّدٍ مُؤَلَّفَةٍ عِلْمٌ أَحَادِيَّةٌ كُتُبٌ الْأَصْوُلُ السِّتَّةُ أَوْ بَعْضُهَا مِنْ حَدِيثٍ بِتَمَامِهِ لَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ الْمَزِيدِ عَلَيْهَا أَوْ هُوَ فِيهَا عَنْ صَحَابِيٍّ أَخْرَى أَوْ مِنْ حَيْثُ شَارَكَ فِيهِ أَصْحَابُ الْكِتَابِ الْمَزِيدِ عَلَيْهَا أَوْ بَعْضُهُمْ .

⇒ **أَنْوَاعُ رَوَائِدِ الْحَدِيثِ :**

স্নেদ -**রَوَائِدُ الْحَدِيثِ**-এর প্রকারভেদ : হাদীস বিশারদগণ **রَوَائِدُ الْحَدِيثِ**-এর দুভাবে সংজ্ঞায়ন করেছেন, যার একটি সংশ্লিষ্ট অপরাটি সংজ্ঞা। সেই হিসাবে **رَوَائِدُ الْحَدِيثِ** দু'প্রকার। যথা-

১. **أَلْزِيَادَةُ فِي الرِّجَالِ وَالرُّوَاةِ** অর্থাৎ, হাদীসের ব্যক্তিবর্গ ও বর্ণনাকারীদের আধিক্য অর্থাৎ, সনদের প্রাচুর্যতা।

২. **أَلْزِيَادَةُ الْحَاصِلَةُ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ**, হাদীসের মতনে আধিক্য যা হাদীসে যাইদ দেখেই বোঝা যায়।

⇒ **فَوَائِدُ رَوَائِدِ الْحَدِيثِ :**

এর উপকারিতা -**রَوَائِدُ الْحَدِيثِ** : এর বহু উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় উপকারিতা নিচে তুলে ধরা হলো।

১. হাদীসশাস্ত্রে গবেষণার উচ্চ শিখরে পৌছার ব্যাপারে **رَوَائِدُ الْحَدِيثِ** কোনো গত্যন্তর নেই, সুতরাং **رَوَائِدُ الْحَدِيثِ**-এর গুরুত্ব সর্বযুগে সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য।

২. এ শাস্ত্রের মাধ্যমে ফিকহশাস্ত্রের বিভিন্ন মাসয়ালা, সাহাবীদের ফতোয়া, বিভিন্ন ঘটনা, কাহিনীর স্তরভিত্তিক উল্লেখ ও মনীষীদের জীবনীসহ নবীদের কথা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে জানা যায়।

৩. **رَوَائِدُ الْحَدِيثِ**-এর মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে জানা যায় এবং একই হাদীস বর্ণনাকারী একাধিক সাহাবী সম্পর্কে জানার ব্যাপারে এ শাস্ত্র সাহায্য করে।

৪. হাদীসবিশারদগণের নিকট **رَوَائِدُ الْحَدِيثِ**-এর মাধ্যমে শরীয়তের বিধানাবলি স্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ জানা যায়।

৫. এ শাস্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন অতিরিক্ত শব্দের মাধ্যমে শরয়ী আহকাম বের করে ইবাদতের তাৎপর্য, তাত্ত্বিক রহস্য উৎঘাটন করা যায়।

৬. ভিন্ন ভিন্ন মতনের কারণে **حَاصِلَة** ও **عَام** সম্পর্কে জানা যায়।

৭. এর মাধ্যমে **الْمُتَفَوِّنُ الرَّوَائِدُ** (অতিরিক্ত মতন) সম্পর্কে জানা যায় যা অন্যান্য একক হাদীস গ্রন্থের মাধ্যমে জানা সম্ভব না।

৮. এর মাধ্যমে মতনের অতিরিক্ত শব্দভাবার ও অনেক গুণ নাম, সংখ্যা এবং হাদীস বিবরণের কারণ সম্পর্কে জানা যায়।

৯. হাদীসের শব্দ বিন্যাসের মধ্যে সহজতা ও সার্বজনীনতা আনয়নের লক্ষ্যে এবং হাদীসের মর্মার্থকে সকলের জন্য সহজসাধ্য করার জন্যে **رَوَائِدُ** **الْحَدِيثِ**-এর গুরুত্ব অনন্বীক্য।

১০. বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে স্বত্ত্বভাবে একক বর্ণনা করা হাদীস সম্পর্কে জানা যায়।

১১. এর ফলে হাদীসের মর্মার্থ বোঝা সকলের জন্য সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

১২. এর মাধ্যমে হাদীসের মতনকে সহজ ও বোধগম্য করা সম্ভব।

• أَهْمُ الْكُتُبِ فِي زَوَائِدِ الْحَدِيثِ :

বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বলি : زَوَائِدُ الْحَدِيثِ : বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে- যথাক্রমে-

١. زَوَائِدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَلَى الْكُتُبِ السِّتَّةِ - হাফেয আবু বকর নূরুদ্দীন আল হাইসামী।
٢. زَوَائِدُ ابْنِ حِبَّانِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ - ইবনে হিবান।
٣. زَوَائِدُ سُنْنَ إِبْنِ مَاجَةَ عَلَى الْكُتُبِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ - হাফেয শিহাবুদ্দীন আবুল আকাস আল বুসীরী।
٤. زَوَائِدُ الْمَسَايِّدِ الْعَشَرَةِ - হাফেয শিহাবুদ্দীন আবুল আকাস আল বুসীরী।
٥. زَوَائِدُ السُّنْنِ الْكَبْرِيِّ - হাফেয শিহাবুদ্দীন আবুল আকাস আল বুসীরী।
٦. فَوَائِدُ الْإِحْتِفَالِ فِي بَيَانِ أَحْوَالِ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِيْنَ فِي الْبُخَارِيِّ، زِيَادَةً عَلَى تَهْذِيبِ الْكَمَالِ وَهُوَ مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ - ইবনে হাজার আল আসকালানী।
٧. زَوَائِدُ مُسْنَدِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أَسَامَةَ - ইবনে হাজার আল আসকালানী।
٨. زَوَائِدُ الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ لِلْبُخَارِيِّ عَلَى الْكُتُبِ السِّتَّةِ - ইবনে হাজার আল আসকালানী।
٩. زَوَائِدُ مُسْنَدِ الْبَزَّارِ عَلَى الْكُتُبِ السِّتَّةِ - ইবনে হাজার আল আসকালানী।
١٠. شَرْحُ زَوَائِدِ مُسْلِمٍ عَلَى الْبُخَارِيِّ - উমর ইবনে আলী আল মুলাকিন (র)।
١١. شَرْحُ زَوَائِدِ أَبِي دَاوَدَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ - উমর ইবনে আলী আল মুলাকিন (র)।
١٢. شَرْحُ زَوَائِدِ التَّرْمِذِيِّ عَلَى التَّلَاثَةِ صَحِيحَيْنِ وَأَبِي دَاوَدَ - উমর ইবনে আলী আল মুলাকিন (র)।
١٣. شَرْحُ زَوَائِدِ إِبْنِ مَاجَةَ عَلَى الْخَمْسَةِ - উমর ইবনে আলী আল মুলাকিন (র)।
١٤. شَرْحُ زَوَائِدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ - জালালুদ্দীন আস সুযুতী (র)।
١٥. شَرْحُ زَوَائِدِ نَوَادِيرِ الْأُصُولِ لِلْحَاكِمِ التَّرْمِذِيِّ - জালালুদ্দীন আস সুযুতী (র)।
١٦. مَجْمُعُ الرَّوَابِدِ مَنْبَعُ الْفَوَائِدِ - হাফেয আবু বকর নূরুদ্দীন আল হাইসামী।

উপসংহার : জীবন চলার পথে ভৃষ্ট না হওয়ার জন্য আল কুরআনের পাশাপাশি অবশ্যই হাদীস চর্চা করতে হবে। তবে সে হাদীস চর্চা করতে গিয়ে হাদীসের সঠিকতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে। কোনো হাদীসের মতনে কোনোরূপ শব্দ বা বাক্য বৃদ্ধি পেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হবে। আর এজন্য রেফাই সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

مجموعه (ب)

الدرجات - ٢٠ = ٤ × ٥

■ السُّؤَالُ (١٠) : وَضَعْ الْعِبَارَةَ الْأَتِيَّةَ "اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، لَوْلَا اَلْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ" .

■ پ্রশ্ন : ১০ || উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : ইসলামের মূল উৎস হলো পবিত্র কুরআন ও রাসূল (স)-এর অমিয় বাণী। রাসূল (স) বলেছেন- مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مَتَعْمِدًا مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مَتَعْمِدًا ইবনুল মুবারক (র) সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন- اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، لَوْلَا اَلْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ অর্থাৎ, হাদীসের সনদ হলো দ্বিনের অংশ। যদি সনদ পদ্ধতি না থাকত তাহলে যে কেউই নিজে ইচ্ছামতো বলত। আলোচ্য উক্তিটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী হলো হাদীস। হাদীসের মূল ভাষ্যকে পৌছার মাধ্যম হলো সনদ তথা যারা হাদীসের মূলভাষ্য তথা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের পরম্পরা ক্রমধারা সনদ নামে সমধিক পরিচিত।

•-এর বিশ্লেষণ : প্রথ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন- اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، لَوْلَا اَلْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ অর্থাৎ, হাদীসের সনদ হলো দ্বিনের অংশ। যদি সনদ পদ্ধতি না থাকত তাহলে যে কেউই নিজে ইচ্ছামতো বলত। আলোচ্য উক্তিটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী হলো হাদীস। হাদীসের মূল ভাষ্যকে পৌছার মাধ্যম হলো সনদ তথা যারা হাদীসের মূলভাষ্য তথা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের পরম্পরা ক্রমধারা সনদ নামে সমধিক পরিচিত।

হাদীসের মতন বিশুদ্ধভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রধান শর্ত হলো সনদের বিশুদ্ধতা। মতনকে কখনো সনদ ছাড়া সত্যিকারের হাদীস বলা যায় না। কারণ, মতনের তথা হাদীস শরীফের মূল ভিত্তিই হলো সনদ। আর সনদ যদি না থাকে তথা سِلْسِلَةٌ বা পরম্পরা যদি না হয়, তাহলে মতনের সঠিকতার কোনো প্রশ্নই উঠে না। সনদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারলেই দুর্বল হাদীস থেকে সবল হাদীসকে এবং পরিত্যক্ত হাদীস থেকে গ্রহণযোগ্য হাদীসকে আলাদা করা যায়। সনদের যাচাইবাছাই ছাড়া মতন খোঁজা অঙ্ককারে খড়ি অনুসন্ধান করার মতোই। এ সকল গুরুত্বের কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

উপসংহার : সনদসূত্র ও তদসংক্রান্ত জ্ঞান ব্যতীত যে লোক হাদীস সন্ধান ও গ্রহণ করে, তার দ্রষ্টব্য ঠিক রাতের আঁধারে কাষ্ঠ বহনকারীর মতো। সে কাঠের বোৰা বহন করছে অথচ তাতে বিষধর সাপ আছে, যা তাকে দংশন করবে কিন্তু সে সম্পর্কে সে অবগত নয়। সুতরাং সনদ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য।

■ **الْسُّؤْلُ (١١) : بَيْنَ أَنْوَاعِ الْجُرْفِ النَّاسِيَةِ عَنْ خَلَلِ الْعَدَالَةِ.**

■ **প্রশ্ন : ১১** ||-এর অসম্পূর্ণতার কারণে সৃষ্টি-জর্জ-এর প্রকারগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসগুলো যেমন মূল্যবান, এগুলো নিয়ে বাঢ়াবাড়িও হয়েছে অনেক বেশি। হাদীসের নামে অনেক ব্যক্তির কথাও চালিয়ে দেয়া হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে যে ত্রুটিগুলো সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো তাদের মৌলিক মানবীয় দুর্বলতা। এ দুর্বলতার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

● **أَنْوَاعُ الْجُرْفِ لِخَلَلِ الْعَدَالَةِ :**

●-এর ত্রুটির কারণে সৃষ্টি-জর্জ-এর ধরনসমূহ : রাবী তথা বর্ণনাকারীর মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যেগুলোর কারণে এ বর্ণনাকারীর উপস্থাপন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার হাদীস আর শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেই তথা ত্রুটিগুলো হচ্ছে-

১. হাদীসে নববীর ক্ষেত্রে স্বয়ং বর্ণনাকারীর স্বীকারোক্তি বা অন্য কোনো উপায়ে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়া। এটা তার উপস্থাপন করে দেয়।
২. হাদীসের ক্ষেত্রে রাবী মিথ্যাবাদী না হলেও সাধারণভাবে মানুষের মাঝে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হওয়া। এ ধরনের বর্ণনাকারীর হাদীসকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়।
৩. বর্ণনাকারীর কাজেকর্মে ফাসেকি থাকা, তবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহকে কবীরা মনে করে।
৪. রাবী বিদ্যাতি কাজে লিপ্ত হওয়া। এরূপ রাবীর হাদীসকে মুর্দু বলা হয়।
৫. রাবী ব্যক্তি হিসেবে অপরিচিত হওয়া। কিন্তু গুণবৈশিষ্ট্যে অপরিচিত নয়।
৬. রাবী হাদীস চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত থাকা।
৭. অমুকের হাদীস লেখা যাবে না, এমন ঘোষণা আসা।
৮. সরাসরি মিথ্যাবাদী বা দাজ্জাল উপাধিতে ভূষিত হওয়া।
৯. মিথ্যা হাদীস তৈরি সম্পর্কে অভিযোগ থাকা।
১০. বর্ণনাকারীর ব্যাপারে বলা- **فِيهِ مَقَالٌ**

উপসংহার : হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে এবং **عَدَالَةٌ** প্রত্যেক দুটি অপরিহার্য শর্ত। এ দুটিতে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে হাদীস তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। উল্লিখিত ত্রুটিগুলো পাওয়া গেলে সেই বর্ণনাকারীর হাদীস অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সুতরাং হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলকেই সচেতন ও সতর্ক হওয়া উচিত।

■ **الْسُّؤْلُ (١٢) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مُشْكِلِ الْحَدِيثِ وَمُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ؟ بَيْنَ مُوَضِّحًا .**

■ **প্রশ্ন : ১২** ||-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিশদভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : উলুমুল হাদীসের মুখতালাফুল হাদীস অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; **مُشْكِلُ الْحَدِيثِ**; চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত যে হাদীসের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না তা হলো মুশকালুল হাদীস। নিম্নে মুশকালুল হাদীস ও মুখতালাফুল হাদীসের পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

● **أَلْفَرْقُ بَيْنَ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ وَمُشْكِلِ الْحَدِيثِ :**

●-এর মধ্যকার পার্থক্য : **مُشْكِلُ الْحَدِيثِ** ও **مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ** : এর মধ্যকার নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. **আভিধানিক পার্থক্য :** আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হচ্ছে- বিরোধপূর্ণ হাদীস, পরস্পর বিরোধী হাদীস, বিপরীতমুখী হাদীস।
আর অর্থ হচ্ছে- এশকালযুক্ত হাদীস, সন্দেহযুক্ত হাদীস, অস্পষ্ট হাদীস এবং এমন হাদীস যা একাধিক বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে।
২. **পারিভাষিক পার্থক্য :** এমন এক ইলম, যা পরস্পরবিরোধী হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারে আলোচনা করে।
পক্ষান্তরে, এমন একটি সহীহ হাদীস যা গ্রহণযোগ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে এটি আকল, অনুভূতি, জ্ঞান এবং দ্বীনের নির্ধারিত কোনো বাধা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এটিকে তাবীল করে বের করা সম্ভব।
৩. **সববের ক্ষেত্রে পার্থক্য :** এর ক্ষেত্রে সবব হলো, এটি প্রকাশতঃ একটি হাদীস অপর হাদীসের পরস্পরবিরোধী।
আর অর্থ-এর ক্ষেত্রে সবব হলো, এটি কখনো প্রকাশ্যতঃ দুই বা ততোধিক হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে আবার কখনো ইজমার সাথে হাদীসের দ্বন্দ্ব তৈরি করে। আবার কখনো কিয়াসের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। কখনো বা আকলের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এভাবেই বিভিন্ন ধরনের ইশকাল বা অস্পষ্টতা তৈরি করে।
৪. **হৃকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্য :** এর হৃকুম হলো-

مُحاوَلَةُ الْمُجْتَهِدِ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلَفَةِ بِأَعْمَالِ الْقَوَاعِدِ الْمُقَدَّرَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ .

পক্ষান্তরে-এর হৃকুম হলো-

النَّظَرُ وَالتَّأْمُلُ فِي الْمَعَانِي الْمُحَتَمَلَةِ لِلْفَظِ وَضَبْطِهَا وَالْبَحْثُ عَنِ الْقُرْآنِ الَّتِي تَبَيَّنَ الْمُرَادُ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي .

উপসংহার : সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে রাসূল (স) উম্মতের অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করে অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত বাতিল করে নতুন বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন; যার কারণে পরস্পর বিরোধী ও ইশকালযুক্ত হাদীস পাওয়া যায়। এ সকল হাদীস সম্পর্কে জেনে-বুঝে সমন্বয় সাধন করা উম্মতের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজনটিই পূর্ণ করবে **مُشْكِلُ الْحَدِيثِ**; সুতরাং এর চর্চা করা অতীব জরুরি।

■ السُّؤال (١٣) : أَكْتُبْ أَسْمَاءَ أَهْمَ الْكُتُبِ الْمُؤْلَفَةِ فِي عِلْمِ أَطْرَافِ الْحَدِيثِ . ■

■ پ্রশ্ন : ১৩ ||- এর উপর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির নাম লেখ।

উত্তর || উপস্থাপনা : মুহাদ্দিসগণ হাদীসশাস্ত্রের যে ব্যাপক খেদমত করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আতরাফ গ্রন্থকারগণ একটি হাদীস উল্লেখের পর হাদীসটি কোন কোন গ্রন্থে আছে, তা বর্ণনা করেছেন। একাধিক সনদের বর্ণনাও যুক্ত থাকায় এ জাতীয় গ্রন্থ দ্বারা মুতাওয়াতির, মাশহুর ও ওয়াহেদ বর্ণনা করা সহজ হয়ে যায়।

● أَشْهَرُ كُتُبِ أَطْرَافِ الْحَدِيثِ :

আতরাফুল হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ : নিম্নে আতরাফুল হাদীসের কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো-

١. ١. - آطْرَافُ الصَّحِيحَيْنِ - آবু মাসউদ ইবরাহীম দামেশকী (র)।
٢. ٢. - آطْرَافُ الصَّحِيحَيْنِ - আবু মুহাম্মদ ওয়াসেতী (র)।
٣. ٣. - آطْرَافُ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ - আবুল আকবাস (র)।
٤. ٤. - آطْرَافُ الْكُتُبِ السَّبْعَةِ - আবুল ফজল কায়সাবানী (র)।
٥. ٥. - تُحْفَةُ الْأَشْرَافِ بِمَعْرِفَةِ الْأَطْرَافِ - শায়খ ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আলমায়ী (র)।
٦. ٦. - آطْرَافُ الْمُسْنَدِ - ইবনে হাজার আসকালানী (র)।
٧. ٧. - إِحْدَافُ الْمَهَرَةِ بِالْفَوَائِدِ الْمُبْتَكَرَةِ - ইবনে হাজার আসকালানী (র)।
٨. ٨. - الْكَشَافُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَطْرَافِ - শামসুন্দীন দুমাইনী (র)।
٩. ٩. - آطْرَافُ غَرَائِبِ الْأَفْرَادِ - দারে কুতনী (র)।
١٠. ١٠. - آطْرَافُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ - ইবনে হাজার আসকালানী (র)।

উপসংহার : একটি গ্রন্থ উপায়ে হাদীস বিষয়ক তথ্য জানার একটি উপায়। যারা হাদীসের গবেষক তাদের জন্য এ বিষয়ে জ্ঞান রাখা অপরিহার্য।

■ السُّؤال (١٤) : مَا مَعْنَى التَّدْلِيسِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ أَكْتُبْ بِالْمِثَالِ . ■

■ پ্রশ্ন : ১৪ ||- এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর || উপস্থাপনা : হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় রাবী সনদের দোষক্রটি গোপন করেন। এরূপ বর্ণনাকে এবং বর্ণনাকৃত হাদীসকে আর বর্ণনাকারীকে মুসলিম বলা হয়। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

● أَلَّتَدْلِيسُ : এর পরিচয় :

● مَعْنَى التَّدْلِيسِ لُغَةً :

এর আভিধানিক অর্থ :- এর আভিধানিক অর্থ : শব্দটি বাবে ত্বকে পুরু করে মূলবর্ণ হলো- د - ل - س ; জিনসে صَحِيحٌ এর আভিধানিক অর্থ হলো-

١. ١. تِحْفَاءُ - তথা গোপন করা।
٢. ٢. خَفْيُ الْخَطَا - তথা গোপন ভুল।
٣. ٣. إِخْفَاءُ الْعَيْبِ - তথা দোষ গোপন করা।
٤. ٤. إِخْتِلَاطُ الظَّلَامِ وَاشْتِدَادُهُ - তথা অন্ধকার মিশ্রিত ও প্রগাঢ় হওয়া।
٥. ٥. كِتْمَانُ الْعَيْبِ عَنِ السُّلْعَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي - তথা বিক্রেতার পণ্যবস্তুর দোষক্রটি ক্রেতার নিকট থেকে গোপন করা। যেমন বলা হয়- دَلَسَ الْبَاعِعُ

● مَعْنَى التَّدْلِيسِ اصْطِلَاحًا :

এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মুসলিম মনীষীদের বিভিন্ন বক্তব্য নিম্নরূপ-

١. ১. هُوَ أَنْ لَا يَذْكُرَ الرَّاوِي شَيْخَةَ بَلْ يَرْزُقْ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِلْفَظٍ يُؤْهِمُ السَّمَاعَ وَلَا يَقْطَعُ كِذْبًا - অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনাকারী আপন শায়খের নাম উল্লেখ না করে উর্ধ্বতন শায়খ থেকে এমন ভাষায় হাদীস বর্ণনা করা, যা দ্বারা হাদীস শোনার ধারণা করা যায়, তবে মিথ্যার অবকাশ থাকে। বর্ণিত এরূপ হাদীসকে মুসলিম বলে।
٢. ২. د. مাহমুদ আত তহহানের ভাষায়- هُوَ إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِي الْإِسْنَادِ وَتَحْسِينٌ لِظَاهِرِهِ - অর্থাৎ, এমন হাদীস যার সনদের মধ্যে দোষক্রটি গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে চমৎকার বর্ণনা করা হয়, তাকে মুসলিম বলে।

● هَلْ سَمِعْتَ مِنْ - এর উদাহরণ : একদা ইবনে উয়াইনা হাদীস বর্ণনার সময় বললেন- قَالَ الزُّهْرِيُّ - তখন তাকে বলা হলো- أَلَّتَدْلِيسُ - আপনি কি স্বয়ং যুহরী থেকে শুনেছেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন- سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَاقِ عَنْ الرَّزَاقِ - (الرَّزَاقِ সুতরাং দেখা গেল, ইবনে উয়াইনা তাদলীস করে আপন শায়খ আবদুর রাজজাকের নাম গোপন করে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উপসংহার : হাদীসের ক্ষেত্রে একটি দূষণীয় ব্যাপার। আর এ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। সুতরাং সহীহ হাদীস নিরপেক্ষের স্বার্থে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যিক।

● **الْسُّؤْلُ (١٥) : أَكْتُبْ مَرَاتِبَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ ذِكْرِ الْفَاظِهِمَا -**

■ **প্রশ্ন : ১৫ ||-এর স্তরসমূহ ও শব্দাবলি লেখ ।**

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর হাদীস মানুষের নিকট বর্ণনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব । এ দায়িত্ব পালনকারীকে অবশ্যই কতিপয় বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয় । এ সকল গুণগুণ নিয়ে যে শাস্ত্রে আলোকপাত করা হয়, তাকে **عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ** বলা হয় । নিম্নে উভয়টির স্তর ও শব্দাবলি আলোকপাত করা হলো ।

● **مَرَاتِبُ الْجَرْحِ وَالْفَاظُهَا :**

প্রথম স্তর-**জর্হ**-**গুরুত্বপূর্ণ স্তরসমূহ ও তার শব্দাবলি :** উস্লিবিদগণ-এর শব্দাবলিকে ছয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং এ সকল স্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু শব্দ নির্ধারণ করেছেন । নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো ।

প্রথম স্তর : **فُلَانْ لَيْنُ** **أَرْثَاءِ**, যা নরম অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে । এটা সহজ **جَرْح** তেমন মারাত্মক নয় । যেমন বলা হয়- **مَا ذَلَّ عَلَى النَّلَبِينِ** **أَرْثَاءِ**, অমুক ব্যক্তি হাদীসে শিথিলতা করে, অথবা এ ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা আছে, অথবা অমুকের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে ।

দ্বিতীয় স্তর : যা বর্ণনাকারীর দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে । আর তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়; এটা বুঝায় । যেমন- **فُلَانْ لَا يُخْتَجِبُ بِهِ** **أَرْثَاءِ**, অমুক তার কথা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না; অথবা **فُلَانْ ضَعِيفُ** **أَرْثَاءِ**, অমুক দুর্বল, অথবা **فُلَانْ مَقْأُلُ** **أَرْثَاءِ**, তার অনেক অপচন্দনীয়তা রয়েছে; অথবা **فُلَانْ مَجْهُولُ** **أَرْثَاءِ**, অমুক অপরিচিত লোক ।

তৃতীয় স্তর : যা বর্ণনাকারীর অত্যধিক দুর্বলতার প্রতি নির্দেশ করে এবং তার হাদীস না লেখার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে । যেমন বলা হয়- **فُلَانْ حَدِيْفُ** **أَرْثَاءِ**, অমুক অত্যন্ত দুর্বল, অথবা **فُلَانْ لَا يُكْتَبُ حَدِيْفُ** **أَرْثَاءِ**, তার থেকে রেওয়ায়াত করা বৈধ হবে না; অথবা **لَيْسَ بِشَيْءٍ** **أَرْثَاءِ**, অমুক ব্যক্তি কিছুই নয় ইত্যাদি ।

চতুর্থ স্তর : এমন শব্দ দ্বারা সমালোচনা করা যা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে দেয় অথবা বানোয়াট হাদীস বলে এমন বোৰা যায় । যেমন বলা হয়- **فُلَانْ مُتَهْمُ بِالْكَذِبِ** **أَرْثَاءِ**, অমুক মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত; **فُلَانْ مُتَهْمُ بِالْوَضْعِ** **أَرْثَاءِ**, অথবা হাদীস বানানোর ব্যাপারে অভিযুক্ত; **فُلَانْ مَتْرُوكُ** **أَرْثَاءِ**, অথবা হাদীস পরিত্যাগ করে দেয়; **فُلَانْ لَيْسَ بِثِقَةٍ** **أَرْثَاءِ**, অথবা অমুক নির্ভরশীল নয় ।

পঞ্চম স্তর : এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সরাসরি মিথ্যাবাদী বলেই সাব্যস্ত করে, অথবা হাদীস বানায় এমন বুঝায় । কোনো অভিযোগ নয়; বরং সরাসরি অপবাদ দেয়া । যেমন কারো ব্যাপারে বলা হয়- **فُلَانْ كَذَابُ** **أَرْثَاءِ**, তথা অমুক মিথ্যাবাদী; **فُلَانْ كَذَابٌ** **أَرْثَاءِ**, কিংবা দাজ্জাল; **فُلَانْ يَكْذِبُ** **أَرْثَاءِ**, অথবা অমুক ব্যক্তি মিথ্যা বলে; **فُلَانْ يَضْعُ** **أَرْثَاءِ**, অথবা অমুক হাদীস বানায় ।

ষষ্ঠ স্তর : এমন শব্দ, যা চরম মিথ্যার ওপর দালালত করে, এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তর । যেমন বলা হয়- **فُلَانْ أَكْذَبُ النَّاسِ** **أَরْثَاءِ**, অমুক লোক সর্বাধিক মিথ্যাবাদী; **فُلَانْ رُكْنُ الْمُنْتَهَى فِي الْكَذِبِ** **أَرْثَاءِ**, অথবা অমুক মিথ্যার খনি; **فُلَانْ أَثْبَتُ النَّاسِ** **أَرْثَاءِ**, অথবা অমুক অত্যধিক দৃঢ়চেতাসম্পন্ন লোক, নির্ভরশীল ব্যক্তি, অত্যন্ত সংরক্ষণশীল ।

● **مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ وَالْفَاظُهَا :**

প্রথম স্তর-**তাগিদ**-**গুরুত্বপূর্ণ স্তরসমূহ ও তার শব্দাবলি :** তথা বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতার স্তরসমূহ ও শব্দাবলিকে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা-

প্রথম স্তর : এমন শব্দ হওয়া, যেগুলো অত্যধিক ন্যায়পরায়ণতার দিকে ইঙ্গিত করে । **أَسْمَ تَفْخِيلٍ** **أَفْعَلُ** **تَفْخِيلٍ** **أَرْثَاءِ**-এর ওয়নে ব্যবহার হওয়া । যেমন বলা হয়- **فُلَانْ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّتْبِتِ** **أَرْثَاءِ**, তথা অমুক ব্যক্তি দৃঢ়তার গুণে চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে ।

অথবা বলা হলো- **فُلَانْ أَضْبَطُ النَّاسِ** **أَرْثَاءِ**, অথবা **فُلَانْ شَيْقُ النَّاسِ** **أَرْثَاءِ**, অথবা অমুক অত্যধিক দৃঢ়চেতাসম্পন্ন লোক, নির্ভরশীল ব্যক্তি, অত্যন্ত সংরক্ষণশীল ।

দ্বিতীয় স্তর : এমন শব্দ হওয়া, যা দৃঢ়তাবোধক শব্দটির **صِفَة** হিসেবে পুনরায় উল্লিখিত হয়, যা ন্যায়পরায়ণতার ওপর আরো অধিকভাবে দালালত করে । যেমন- **تِقَةٌ تِقَةٌ** **أَرْثَاءِ**, নির্ভরশীল, নির্ভরশীল । **تِقَةٌ تِقَةٌ** **أَرْثَاءِ**, দৃঢ়তাসম্পন্ন, নির্ভরশীল ।

তৃতীয় স্তর : এ স্তরে এমন শব্দ হওয়া, যেগুলো দৃঢ়তার ওপর দালালত করবে, তবে কোনো তাগিদ থাকবে না । যেমন- **حُجَّةٌ** **أَرْثَاءِ** তথা নির্ভরশীল ।

চতুর্থ স্তর : এমন শব্দ হওয়া, যেগুলো ন্যায়পরায়ণতা ও দৃঢ়তার প্রতি নির্দেশ করবে, তবে সংরক্ষণশীলতা এবং পরিপক্ষতার দিকে নির্দেশকারী হবে না । যেমন- **فُلَانْ صَدُوقٌ** **أَرْثَاءِ**, তথা অমুক সত্যবাদী । **فُلَانْ صَدُوقٌ** **أَرْثَاءِ**, তথা নিরাপদ, মুক্ত ।

পঞ্চম স্তর : এমন শব্দ ব্যবহার করা, যার মধ্যে কোনো দৃঢ়তার প্রমাণও মিলে না আবার সমালোচনামূলক কোনো মন্তব্যের দিকেও ইঙ্গিত করে না ।

ষষ্ঠ স্তর : এমন শব্দ ব্যবহার করা যে শাস্ত্রে আলোকপাত করা হয়, তাকে **فُلَانْ شَيْخٌ** **أَرْثَاءِ** তথা অমুক বয়োবৃদ্ধ ।

সপ্তম স্তর : এমন শব্দ সুন্দর হাদীস ।

ষষ্ঠ স্তর : এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা -জর্জ-এর কাছাকাছি। যেমন বলা হয়-

অর্থাৎ, অমুকের হাদীসের ব্যাপারে সততা আছে; **فَلَنْ كُتِبْ حَدِيْثٌ صَالِحٌ الْحَدِيْثِ** অর্থাৎ, তার হাদীস লেখা যায়।

উপরিউক্ত স্তরগুলোর আলোকেই মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসের মূল্যায়ন করে থাকেন।

উপসংহার : হাদীস বর্ণনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। আবার হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক ও সচেতন থাকা আবশ্যিক। আদালত ও সংরক্ষণশীল রাবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। মিথ্যাবাদী কিংবা নির্ভরশীল নয় এমন রাবীর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

■ **الْسُّؤَال (১৬) :** عَرَفْ عِلْمَ مُشْكِلِ الْحَدِيْثِ - ثُمَّ اكْتُبْ أَسْبَابَ الْاْشْكَالِ - ■

■ **প্রশ্ন :** ১৬ ||-**عِلْمُ مُشْكِلِ الْحَدِيْثِ**-এর পরিচয় দাও। অতঃপর **إِشْكَالِ الْحَدِيْثِ** এর কারণগুলো লেখ।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : উল্মুল হাদীসের মুখ্যতালাফুল হাদীস অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো **مُشْكِلُ الْحَدِيْثِ**; চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত যে হাদীসের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না, তা হলো মুশকালুল হাদীস। নিম্নে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো।

১. **تَعْرِيفُ عِلْمِ مُشْكِلِ الْحَدِيْثِ :**

১. **عِلْمُ مُشْكِلِ الْحَدِيْثِ**-এর পরিচয় : নিম্নে **عِلْمُ مُشْكِلِ الْحَدِيْثِ**-এর বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হলো-

আভিধানিক অর্থ : এর মধ্যকার **عِلْمُ مُشْكِلِ الْحَدِيْثِ** শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে **عُلُومُ الْحَدِيْثِ**; এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে তথা জ্ঞান, আরবি শব্দটি সীগাহ মুক্ত আরবি একবচন হচ্ছে- এশকালযুক্ত, সন্দেহযুক্ত, বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্ট, যা একাধিক বিশেষণের সুযোগ রাখে ইত্যাদি।

আর শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে- **أَلْقَوْلُ**; এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- এশকালযুক্ত, সন্দেহযুক্ত, বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্ট, যা একাধিক বিশেষণের সুযোগ রাখে ইত্যাদি।

সুতরাং **عِلْمُ مُشْكِلِ الْحَدِيْثِ**-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ক. এশকালযুক্ত বাণী সম্বলিত ইলম, খ. সন্দেহযুক্ত কথা সম্বলিত জ্ঞান, গ. অস্পষ্ট বক্তব্য সংক্রান্ত জ্ঞান, ঘ. এমন হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান যা একাধিক বিশেষণের সুযোগ থাকে ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইমাম নবুবী (র) বলেন- **فَيُوْفَقَ بَيْنَهُمَا أَوْ يُرْجَحَ** - অর্থাৎ, প্রকাশ্য অর্থ সম্বলিত দুটি পরস্পর বিরোধী হাদীস, যেগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করা যায় কিংবা দু'য়ের একটিকে প্রাধান্য দেয়া যায়।

২. **هُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ أَخْرِيْجٌ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَشْهُورَةِ** - এর অর্থ হচ্ছে- এশকালযুক্ত হাদীস যা প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে এটি আকল, অনুভূতি, জ্ঞান এবং দ্বীনের নির্ধারিত কোনো বিষয়ে বাধা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এটিকে তাবীল করে বের করা সম্ভব।

৩. ড. নূরান্দিন বলেন- **هُوَ مَا تَعَارَضَ مَعَ الْقَوْاعِدِ فَأَوْهَمَ مَغْنَى بَاطِلًا أَوْ تَعَارَضَ مَعَ نَصًّ شَرْعِيًّا أَخْرَ -**

৪. ড. উলামা খাইয়াত বলেন-

مُشْكِلُ الْحَدِيْثِ হো অ্যাদিত মৰোয়া উন রসূল ল্লাহ (স) বাসানিদি মেক্বুলে যুহুম তাহের মাউনি মেস্তাজিলা অৱ মুাৱাপ্সা লিকোাদ শৰেণীয়া তাবিতা -

৫. ড. মুহাম্মদ তাহের জাওয়ালী বলেন-

الْحَدِيْثُ الْمُشْكِلُ হো হাদিত সহিয়ে বেদা মুাৱাপ্সা বিদালিল মেক্বুল ও কান মিমা লাই কেল তাওিলে -

৬. কিতাবে বলা হয়েছে- **تَدْرِيْبُ الرَّاوِي**

مُشْكِلُ الْحَدِيْثِ হো হাদিত দিন লম যে প্রেত মুৰাদ মিনে লিগুমুপ্সি ফি লিফে অৱ লিতারপ্সি মে দালিল অ্যার সহিয়ে -

৭. **أَسْبَابُ الْاْشْكَالِ :**

১. **إِشْكَالِ-এর কারণসমূহ :** গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহের কিছু হাদীস এমন রয়েছে, যার বাহ্যিক শব্দ স্পষ্ট থাকলেও তার অর্থ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য থাকে। এই দুর্বোধ্যতার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন-

১. হাদীসটি কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত হওয়া।

২. হাদীসটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের বিপরীত হওয়া।

৩. হাদীসটিতে বাহ্যিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সাদৃশ্য বর্ণনার বিবৃতি থাকা।

৪. হাদীসটি বাহ্যিকভাবে বাস্তবতার বিপরীত বুঝানো।

৫. হাদীসটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত শরীয়তের কোনো মূলনীতির বিপরীত হওয়া।

উপসংহার : সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে রাসূল (স) উম্মতের অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করে অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত বাতিল করে নতুন বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন; যার কারণে পরস্পর বিরোধী ও ইশকালযুক্ত হাদীস পাওয়া যায়। এ সকল হাদীস সম্পর্কে জেনে-বুঝে সমন্বয় সাধন করা উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজনটিই পূর্ণ করবে **عِلْمُ مُشْكِلِ الْحَدِيْثِ**; সুতরাং এর চর্চা করা অতীব জরুরি।

■ السُّؤْلُ (١٧) : تَحَدَّثُ عَنْ وُجُوهِ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَعَارِضَةِ . ■

■ প্রশ্ন : ১৭ ■ أَلْسُوْلُ (١٧) : تَحَدَّثُ عَنْ وُجُوهِ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَعَارِضَةِ -

উত্তর || উপস্থাপনা : কিছু কিছু হাদীস পরস্পরবিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। মূলত এসব হাদীসের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। রাসূল (স) একটি প্রেক্ষাপটে কোনো বিষয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক বক্তব্য রাখার পর অন্য কোনো কারণে পূর্বের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। রাবীগণের মাঝে যারা পরের ঘটনা সম্পর্কে অবগত নন, তারা পূর্বের বর্ণনা বহাল রাখায় এ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূলকথা, নাসেখ মানসুখ নির্ণয় করতে সমস্যা দেখা দেয়ার কারণে পরস্পরবিরোধী হাদীসের মাঝে সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়ে। নিম্নে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো।

○ وُجُوهُ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَعَارِضَةِ :

○ وُجُوهُ التَّرْجِيْحَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ : আল্লামা ইরাকী বলেন- পরস্পরবিরোধী হাদীসের মধ্যে পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে হলো।

আল্লামা ইবনে সালাহ (র) বলেন- وُجُوهُ التَّرْجِيْحَاتِ- পঞ্চাশটি।

আল্লামা হায়েমী তাঁর গ্রন্থে বলেন- أَلَا عَتِبَارُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ - অনেক, তন্মধ্যে প্রধান প্রধানগুলো হচ্ছে-

1. كثرة الرُّوَاةِ تখ্যাধিক্য।
2. إحدى حفظ آتَقْ وَ حفظ آتَقْ.
3. سببَ عَدَدِ سَبَبِ مُسْتَقْلٍ.
4. هادىس غرائب كثيرة.
5. تحدِيْتًا عَرْضًا تحدِيْتًا.
6. تحدِيْتًا كِتابَةً بِكِتابَةٍ مُنَاؤَةً وَ جَارَةً.
7. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
8. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
9. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
10. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
11. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
12. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
13. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
14. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
15. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
16. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
17. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
18. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
19. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
20. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
21. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
22. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
23. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
24. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
25. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
26. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
27. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
28. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
29. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
30. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
31. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
32. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
33. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
34. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
35. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
36. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
37. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
38. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
39. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
40. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
41. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
42. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
43. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
44. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
45. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
46. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
47. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
48. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
49. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
50. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
51. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
52. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
53. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.
54. تحدِيْتًا بِتَحْدِيْتٍ.

উপসংহার : উপরোক্তিত কারণসমূহ ব্যতীত আরও অনেক পুরো রয়েছে। পরস্পরবিরোধী হাদীসের সমাধান জানতে এগুলো নথদর্পণে রাখা জরুরি। কাজেই প্রত্যেক মুহাদ্দিসের এ সকল বিষয় জানা প্রয়োজন।

■ السؤال (١٨) : أذكر ما تعرف عن الكتاب "عمدة القاري" وصاحبها موجزاً .

■ প্রশ্ন : ১৮ || عَمْدَةُ الْقَارِئِ এন্ত ও এর লেখক সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ ।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : শরীয়তের বিধিবিধানকে ভালোভাবে জানার জন্য ইলমে হাদীসের অধ্যয়ন অপরিহার্য । ফলে হাদীসের পাঠক ও গবেষকদের জন্য হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংবলিত গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই শরীয়তের বিদ্বন্ধ ওলামায়ে কেরাম এবং যুগসেরা প্রথ্যাত মুহাদ্দিসগণ কালক্রমে হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজনের নাম হচ্ছে আল্লামা বদরুন্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আল আইনী । তিনি সহীল বুখারীর বিখ্যাত শরাহগ্রন্থ **عَمْدَةُ الْقَارِئِ** রচনা করে হাদীসশাস্ত্রের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন । নিম্নে **عَمْدَةُ الْقَارِئِ** গ্রন্থ ও এর লেখক পরিচিতি তোলে ধরা হলো ।

⇒ مَعْرِفَةُ كِتَابِ عُمْدَةِ الْقَارِئِ

الْقَارِئُ عَمْدَةٌ এন্ডের পরিচয় : আল্লামা বদরুন্দীন আইনী (র) সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ **الْقَارِئُ عَمْدَةٌ**-এর রচনায় যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. আল্লামা আইনী (র) তাঁর গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত মুকাদ্দামা দিয়ে শুরু করেছেন; যাতে তিনি ইমাম বুখারী পর্যন্ত নিজের সম্পৃক্ততা তুলে ধরেছেন।
 ২. তারপর তিনি সহীল বুখারী এবং ওমদাতুল কারী-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন।
 ৩. তিনি সহীহ বুখারীর ফয়লিত এবং এতে হাদীস স্থান পাওয়ার শর্তসমূহ উল্লেখ করেছেন।
 ৪. বুখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা এবং এর অধ্যায়সমূহ এবং প্রতিটি অধ্যায়ের হাদীস সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।
 ৫. ইমাম বুখারী (র)-এর শায়খগণের স্তরসমূহ তুলে ধরেছেন।
 ৬. বর্ণনাকারীদের ক্রটি-বিচ্যুতির কথা তুলে ধরেছেন।
 ৭. তিনি মুতাবায়াত এবং শাহেদ হাদীসের পার্থক্য তুলে ধরেছেন।
 ৮. প্রত্যেকটি হাদীসের স্তর উল্লেখ করেছেন।
 ৯. বুখারীতে সনদ বিহীন যে সমস্ত হাদীস রয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন।

مَوْضُوعُ عِلْمِ الْحَدِيثِ زَاتُ رَسُولِ اللّٰهِ - ১০. এরপর তিনি ইলমে হাদীসের আলোচ্য বিষয়ের পরিচিতি পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

⇒ : الْصَّاحِبُ لِعُمْدَةِ الْقَارِئِ

عَمْدَةُ الْقَارِئِ-এর রচয়িতা : বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ সহীহ বুখারীর বিখ্যাত শরাহগ্রন্থ عَمْدَةُ الْقَارِئِ-এর রচয়িতা হলেন প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ, ইলমে হাদীসের জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং হাদীসশাস্ত্রের বরেণ্য ইমাম আল্লামা আবু মুহাম্মদ বদরুন্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমদ আল আইনী আল হানাফী (র)। নিম্নে তার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ।

১. নাম ও পরিচয় : তাঁর নাম বদরুন্দীন মাহমুদ, উপনাম আবু মুহাম্মদ, আল আইনী, আল হানাফী। পিতার নাম আহমদ, দাদার নাম মুসা, পরদাদার নাম আহমদ। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, হাফেজুল হাদীস, হিজরী নবম শতকের একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। আল্লামা আইনী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।
 ২. নসবনামা : তাঁর নসবনামা হলো আল হাফেজ আল মুহাদ্দিস আল মুয়াররিখ আল আল্লামা আবু মুহাম্মদ বদরুন্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমাদ আল আইনী আল হানাফী।
 ৩. জন্ম ও শৈশব : আলেপ্পোর নিকটবর্তী ইন্দো-পারস্পরিয়ান দুর্গে আল্লামা বদরুন্দীন আইনী (র) আল মাকরিজির চার বছর পূর্বে হিজরী ৬২ সালের ২রা রমজান মোতাবেক ১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি জ্ঞানী-গুণি ও ধর্মীয় পরিবারে বড় হয়েছিলেন।
 ৪. শিক্ষাজীবন : ছোট বয়স থেকেই তাঁর বাবা তাকে জ্ঞানে-গুণে বড় করার বিষয়ে প্রতিশ্রূতিবদ্ধ ছিলেন এবং তাকে সেভাবে বড় করতে থাকেন। তার প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি তার পিতার হাতেই। খুব ছোট বয়সে তিনি কুরআন মুখ্য করেন এবং পড়তে ও লিখতে শিখেন। তার বয়স যখন আট বছর তখন তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্য উদ্বৃত্তি হয়ে উঠেন। সেসময়ে তিনি তার পিতা এবং অন্যান্য প্রবীণদের নিকট হানাফী ফিকহ অধ্যয়ন করেন এবং তার শহরের একাধিক পণ্ডিতের নিকট আরবি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যাখ্যা এবং যুক্তিবিদ্যা অর্জন করেন। তিনি আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য ৮৩ হিজরী সালে আলেপ্পোতে চলে আসেন এবং জামাল উদ্দিন ইউসুফ বিন মুসা আল মালতীর মতো বহু সংখ্যক আলেমের সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁদের নিকট তিনি কিছু হানাফী ফিকহ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন।
 ৫. শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ : পবিত্র হজ্জ পালন করার পর স্বদেশে ফিরে এসে তিনি শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। সেসময় তার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্য আশপাশের অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা তার নিকট ভিড় জমাতে থাকেন। শিক্ষকতা পেশায় তিনি দু'বছর অতিবাহিত করেন। তারপর ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফিলিস্তিনের জেরুজালেম ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং পূর্ব নির্ধারিত সময়ে তিনি সেখানে পৌছেন এবং সমসাময়িক সেরা আলেম শেখ আলাদীন আল-সিরামামির সাথে সাক্ষাৎ করেন।
 ৬. রচনাবলি : আল্লামা আইনী (র) অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে-
 ১. عِمْدَةُ الْقَارِئِ فِي شَرْحِ صَاحِبِ الْبُخَارِيِّ - وَهُوَ مِنْ أَجَلِ شُرُوفِ الْبُخَارِيِّ - إِسْتَغْرِقَ الْعَيْنِيُّ فِي تَأْلِيفِهِ عِشْرِينَ سَنَةً.
 ২. الْبِنَاءِيُّ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ - وَهُوَ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ -
 ৩. مِنْحَةُ السُّلُوكِ فِي شَرْحِ تُحْفَةِ الْمُلُوكِ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ -
 ৪. رَمْزُ الْحَقَائِقِ فِي شَرْحِ كَنزِ الدَّقَائِقِ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ -

- ٥. عَقْدُ الْجَمَانِ فِي تَارِيخِ أَهْلِ الزَّمَانِ وَهُوَ مَوْسُوعَةٌ ضَخْمَةٌ فِي التَّارِيخِ
- ٦. الْيَسِيقُ الْمُهَنَّدُ فِي سِيرَةِ الْمَلِكِ الْمُؤَيَّدِ.
- ٧. الرَّوْضُ الرَّاهِرُ فِي سِيرَةِ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ طَنْطَرْ.
- ٨. فَرَائِدُ الْقَلَائِدِ فِي مُخْتَصِرِ شَرْحِ الشَّوَاهِدِ فِي النَّحْوِ.
- ٩. شَرْحُ خُطْبَةِ كِتَابِ فَرَائِدِ الْقَلَائِدِ فِي الْلُّغَةِ.

৭. ইন্তেকাল : কালজয়ী মুহাদ্দিস আলামা আইনী (র) ৮৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাকে তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার পাশেই দাফন করা হয়।

উপসংহার : আলামা আইনী (র) ছিলেন হাদীসশাস্ত্রের এক বিশ্ববরেণ্য ইমাম। তিনি ইলমে হাদীসের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইলমে হাদীসের জগতে তাঁর সেরা অবদান **عْمَدَةُ الْقَارِئِ** যা তিনি সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে রচনা করেছেন। এ কারণে তিনি সারা বিশ্বব্যাপি মুহাদ্দিসগণের হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন। তাঁর রচিত **عِلْمُ شَرْحِ الْحَدِيثِ** গ্রন্থটি **عِمْدَةُ الْقَارِئِ** এর জগতে এক অনন্য ও অনুপম গ্রন্থ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

■ السُّؤَالُ (١٩) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ زَوَائِدِ الْحَدِيثِ وَبَيْنَ الْمُسْتَدِرَكَاتِ وَالْمُسْتَخْرَجَاتِ؟ بَيْنِ -

■ প্রশ্ন : ১৯ || এর মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : **عِلْمُ الْحَدِيثِ** সম্পর্কে অত্যধিক দক্ষ এবং আরবি ভাষায় খুবই অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি অর্থ ও বিষয়বস্তু ঠিক রেখে হাদীসের মূল ইবারতে কিংবা সনদের মধ্যে যৎ সামান্য বৃদ্ধি করতে পারে। এটাকে উসূলে হাদীসের পরিভাষায় **زِيَادَة** বলা হয়। আর যে শাস্ত্রে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়, তাকে **عِلْمُ زَوَائِدِ الْحَدِيثِ** বলা হয়।

● **الْفَرْقُ بَيْنَ زَوَائِدِ الْحَدِيثِ وَبَيْنَ الْمُسْتَدِرَكَاتِ وَالْمُسْتَخْرَجَاتِ :**

مُسْتَدِرَكَاتِ এবং **زَوَائِدِ الْحَدِيثِ** এবং **مُسْتَخْرَجَاتِ** এবং **مُسْتَدِرَكَاتِ** এবং **زَوَائِدِ الْحَدِيثِ** এবং **মُسْتَخْرَجَاتِ** এর মধ্যকার পার্থক্য : বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে **إِسْتِفْعَال** থেকে **إِسْتِفْعَال** থেকে **إِسْمَ مَفْعُول** এবং **إِسْمَ مَفْعُول** এর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। যেমন-

১. আভিধানিক পার্থক্য : **زَوَائِدُ زَوَائِدَةِ**-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- বৃদ্ধি পাওয়া, অধিক হওয়া, অতিক্রম করা ইত্যাদি। আর বলতে এমন হাদীসকে বোঝানো হয়, যাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে **شَدَّدَتِ** এর বহুবচন। এটি বাবে ইস্টিফাউল থেকে ইস্টিফাউল থেকে পক্ষান্তরে শব্দটি এর সীগাহ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, যা বের করা হয়েছে, চিহ্নিত, আবিস্তৃত ইত্যাদি।

আর এই শব্দটিও বহুবচন। বাবে ইস্টিফাউল হতে অর্থ- সংশোধিত।

২. পারিভাষিক পার্থক্য : উলুমুল হাদীসের পরিভাষায়- দক্ষ, প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কোনো আলেম কিংবা মুহাদ্দিস কর্তৃক হাদীসের মতনের মধ্যে কোনো শব্দ বা বাক্য বৃদ্ধি করা অথবা হাদীসের সনদের মধ্যে বৃদ্ধি করাকে **رَوَائِدُ الْحَدِيثِ** বলা হয়।

হী আনْ يَعْمَدَ عَالِمٌ يَرْوِي الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدِهِ إِلَى كِتَابِ أَصْلٍ مِنْ أُصُولٍ كُتُبِ السَّنَّةِ- এর মুস্টাখর্জাত আর হলো সেসব গ্রন্থ, যাতে হাদীসের ছুটে যাওয়া হাদীসগুলোকে সংকলন করা হয়।

৩. অন্যান্য পার্থক্য : ক. জমির ফকীহ ও উসূলবিদগণ-**زَوَائِدِ الْحَدِيثِ**-এর প্রতি আমল করা গ্রহণযোগ্য হবে বলে মত দিয়েছেন। আবার অধিকাংশ মুহাদ্দিস উক্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে মত প্রদান করেছেন।

পক্ষান্তরে **مُسْتَخْرَجَاتِ**-এর উপর আমল করার বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন-

لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَنْقُلُ عَنْ أَحَدٍ هَذِهِ الْكُتُبُ الْمُسْتَخْرَجَةُ حَدَّثَنَا ثُمَّ يَنْسِبُهُ إِلَى الصَّحِيحِينِ.

আর এই শব্দে স্বারামুবহাম তথা অস্পষ্ট মর্মসংবলিত হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশেষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

খ. হাদীসের শব্দচয়ন অনেক সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে, হাদীসের পাঠকদের সুবিধার্থে **زَوَائِدُ الْحَدِيثِ** প্রয়োগ করা হয়।

পক্ষান্তরে **شَدَّدَتِ**-এর বিষয়টি একেবারে তুলনায় ভিন্ন প্রক্রিয়া।

আর এই শব্দে স্বারামুবহাম সনদের মাধ্যমে মূল উৎস খুজে বের করা হয়।

উপসংহার : হাদীস চর্চা করতে গিয়ে হাদীসের সঠিকতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে। কোনো হাদীসের মতনে কোনোরূপ শব্দ বা বাক্য বৃদ্ধি পেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হবে। আর এজন্য **زَوَائِدُ الْحَدِيثِ** ও **مُسْتَخْرَجَاتِ** এবং **مُسْتَدِرَكَاتِ** ও **زَوَائِدِ الْحَدِيثِ** এর তুলনায় ভিন্ন প্রক্রিয়া।

■ السُّؤَالُ (٢٠) : عَلَقَ عَلَى رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَرِوَايَةِ الْحَدِيثِ مُخْتَصِرًا.

■ প্রশ্ন : ২০ || সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

উত্তর || উপস্থাপনা : হাদীসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষণে রেওয়ায়াতুল হাদীস এবং দেরায়াতুল হাদীসের নীতিমালা সত্যিই অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে মহানবী (স)-এর অমিয় বাণী পবিত্র হাদীসের বিকৃতি ঘটাতে আরম্ভ করে। ফলে হাদীসের যথাযথ সংরক্ষণ ও একে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে দেখা দেয়। তাই মুহাদ্দিসগণ হাদীস পরীক্ষা নিরীক্ষায় কতিপয় বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

۞ تَعْرِيفُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ :

রেওয়ায়াতুল হাদীসের পরিচয় : হাদীসের মোট দুটি অংশ। একটি সনদ অপরটি মতন। সনদ তথা বর্ণনাকারীগণের যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও চরিত্র যাচাই করার জন্য যে পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তাকেই রেওয়ায়াত বলে।

প্রথ্যাত মুহাদ্দিস আলামা আমীমুল ইহসান (র) বলেন - **رِوَايَةُ الْحَدِيثِ فَهُوَ عِلْمٌ بِنَقلِ أَقْوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ بِالسَّمَاعِ** - অর্থাৎ, ইলমে রেওয়ায়াতুল হাদীস ঐ শাস্ত্র যাতে ইসনাদসমূহ ও পরস্পর ধারাবাহিক শোনার সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ও কাজসমূহের অপরাপর যুক্ত অবস্থাদির নকল, সংরক্ষণ ও সংকলনের ব্যবস্থা থাকে।

হাদীসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় রেওয়ায়াতকারীগণের ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতি অবলম্বন করা হয়-

১. প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পূর্বতন বর্ণনাকারীগণের বিশ্বাসযোগ্য সূত্র অনুসরণ করে উক্ত বর্ণনাকারী হতে মহানবী (স) পর্যন্ত নিখুঁত যোগসূত্র রক্ষিত হয়েছিল কিনা, তা বিশেষণ এবং বর্ণনাকারী বা রাবীর বিশদ পরিচয় পরীক্ষা করা হতো।
২. রাবীর ধর্মানুরাগ, সত্যবাদিতা ও চরিত্র সম্পর্কে যথার্থ পর্যালোচনা করা হতো। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তাও রক্ষিত হতো।
৩. স্মৃতিশক্তি প্রখর না হলে সংস্কারবিশিষ্ট বর্ণনাকারীর হাদীসও গ্রহণ করা হতো না।
৪. হাদীস বর্ণনার সময় বর্ণনাকারীর কথায় কোনোরূপ মিথ্যার প্রমাণ পাওয়া গেলে কিংবা তার বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ পেলে সেই বর্ণনাকারীর সমগ্র বর্ণনাই অগ্রাহ্য হতো।
৫. বর্ণনাকারী কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হলে কিংবা হাদীস বর্ণনায় অবহেলা প্রদর্শন করলে তার বর্ণনা গৃহীত হতো না।
৬. কোনো বর্ণনাকারী নিজস্ব ধর্মীয় মতবাদ কিংবা কল্পনানির্ভর হাদীস বর্ণনা করলে তা গ্রহণ করা হতো না।
৭. সনদের মাঝখানে কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ গেলে সে হাদীস পরিত্যাগ করা হতো।
৮. বর্ণনাকারী অহংকারী ও বারবার ভুল করলে তার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হতো না।
৯. পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীগণের সাথে বর্তমান বর্ণনাকারীর সাক্ষাৎ প্রমাণিত হলে তবেই তার বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণ করা হতো।
১০. হাদীসের বিষয়বস্তু বা সনদে কোনোরূপ তারতম্য দেখা দিলে সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হতো না।
১১. অধিক আদল গুণসম্পন্ন বর্ণনাকারীর হাদীসকে প্রাধান্য দেয়া হতো।
১২. বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার সময় উপযুক্ত ও বয়ঃপ্রাপ্ত ছিলেন কিনা তার প্রমাণ দিতে হতো।
১৩. বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মধ্যে হাদীসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হচ্ছে কিনা, তাও বিচার করা হতো।
১৪. সবশেষে হাদীস বর্ণনাকারীর চরিত্র ও কার্যকলাপের ওপর সংকলিত ‘আসমাউর রিজাল’ নামক জীবনকথা সংবলিত চরিত অভিধান গ্রন্থ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

۞ تَعْرِيفُ دِرَايَةِ الْحَدِيثِ :

দেরায়াতুল হাদীসের পরিচয় : **دِرَائِي** শব্দের অর্থ- প্রজ্ঞা ও যৌক্তিকতা। মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসের মতন (মূল পাঠ) পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য যে শাস্ত্রের অবতারণা করেন, তাই দেরায়াতুল হাদীস। এ সম্পর্কে মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন-

عِلْمُ دِرَايَةِ الْحَدِيثِ فَهُوَ الْمَشْهُورُ لِمُصْطَلِحِ أَهْلِ الْأَئْمَارِ وَالْمُصَنَّفَاتِ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ آنَ تُحْصِي -

অর্থাৎ, ইলমে দেরায়াতুল হাদীসের প্রসিদ্ধ নাম ‘মুসতালাহু আহলিল আসার’। এতে হাদীসের পরিভাষাসমূহ এবং নীতিসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। আর এ বিষয়ের ওপর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অগণিত। এ পদ্ধতির নীতিমালাসমূহ নিম্নরূপ-

১. রাসূল (স) স্বয়ং কাজটি করেছেন অথবা বলেছেন- এ ব্যাপারে পরিষ্কার বর্ণনা থাকতে হবে।
২. কোনো হাদীস স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী হলে পরিত্যক্ত হতো।
৩. বিশেষ কোনো শ্রেণি, বিশেষত শিয়া বা খারেজীদের নিজস্ব মতবাদের সমর্থনে কিংবা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে কোনো হাদীস বর্ণিত হলে তা প্রত্যাখ্যাত হতো।
৪. কোনো বর্ণনা সাধারণ যুক্তি অথবা ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষার পরিপন্থি হলে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতো না।
৫. কোনো বর্ণনায় সামান্য গুনাহের জন্য কঠিন শাস্তি কিংবা সামান্য সংকার্যের জন্য বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলে তা গ্রহণযোগ্য হতো না।
৬. কোনো হাদীস প্রচলিত আরবি বাক্যরীতিবিরোধী অথবা তার বর্ণনারীতি বা ভাব অবাঞ্ছিত ও মহানবী (স)-এর পক্ষে অশোভন বিবেচিত হলে তা পরিত্যক্ত হতো।
৭. যে হাদীসের অনেক বর্ণনাকারী থাকা সম্ভব ছিল, অথচ তা মাত্র একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত, তা গ্রহণ করা হতো না।
৮. বর্ণনাকারী তার নিজের কোনো বর্ণনা মনগড়া বলে স্বীকার করলে তার অন্য সব বর্ণনাই পরিত্যক্ত হতো।
৯. বর্ণনার সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতি যদি জালিয়াতির প্রমাণ দেয় তবে তা পরিত্যক্ত হতো।
১০. কোনো হাদীস ইসলামী সমাজে নতুন একটি দলের সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা থাকলে সে হাদীস পরিত্যাগ করা হতো।
১১. বর্ণনাকারী তার নিজের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করলে তা পরিত্যক্ত হতো।

উপরিউক্ত নীতিমালা ব্যতীত হাদীস গ্রহণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ছিল। তা হচ্ছে কুরআনের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান। মহানবী (স) নিজেই এ পদ্ধতি প্রয়োগের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, “আমার হাদীস বর্ণনাকারী থাকবে, তবে তোমরা কুরআনের আলোকে তা বিচার কর। কোনো বর্ণনা কুরআনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তা গ্রহণ কর; অন্যথা অগ্রাহ্য কর।”

উপসংহার : কোনো ভ্রান্ত ও বানোয়াট বক্তব্য যাতে মহানবী (স)-এর হাদীস বলে কেউ প্রচার করতে না পারে, সেজন্য হাদীসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হাদীসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষণে রেওয়ায়াতুল হাদীস এবং দেরায়াতুল হাদীসের নীতিমালা সত্যিই অন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।